কয়েকটি গান

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

মডার্ণ আর্ট প্রেস পাব্‌লিশার্স
কলিকাতা।

মূল্য ২॥০ টাকা

পরমারাধ্যা মাতৃঠাকুরাণীর চরণে এই কয়েকটি গান ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম।

অতুল।

সূচী।

সূচনা।

বাউল।

মিছে তুই ভাবিস্ মন!
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন!

পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে;
নাইবা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।

ফুল্‌টী ফোটে যবে, ভাবে কি কাল্ কি হবে?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।

মনছুখ চাপি মনে, হেঁসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন।

আজি তোর যার বিরহে, নয়নে অশ্রু বহে,
হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটী হলে সমাপন।

দেবতা।

কয়েকটি গান।

খাম্বাজ।

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করহে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত তেমনি ক'রে লওহে গড়ি

এ তরুতে নাই ফুল ফল,
শিকড়গুলি বাড়ছে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে,
লওহে তারে ছিন্ন করি।

শক্ত তারে করবে বলে,
ফেলে রেখো রৌদ্রে জলে ;
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা,
যখন তুমি গড়বে তরী।

যাদের ধন আছে অপার
সোনার নায়ে কোরোহে পার ;
আমার বুকে করিও পার
যাদের নাইকো পারের কড়ি

তোমার ঐ মাঝ গাঙ্গে
এ তরীটী যদি ভাঙ্গে,
তবে সে অতল তলে
আমায় কুড়িয়ে নিও, হে শ্রীহরি !

বাউল।

মনরে আমার! তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।
হালে যখন আছেন হরি, (তোর) যেমন ফাগুন,
তেমনি আষাঢ়।

যখন যুঝ্‌বে তরী স্রোতের সনে—মনরে আমার!
(তুই) টানিস্ আরও পরাণ পণে,
যখন পালে লাগ্‌বে হাওয়া,
সময় পাবিরে জিরুবার।

মাঝির সেই গানের তানে—মনরে আমার, মনরে আমার!
চল্ সাথীর সনে সমান টানে,
চাস্ না রে তুই আকাশ পানে,
হোক্ না ফর্‌সা—হোক্ না আঁধার

কাজ কি জেনে কোথায় যাবি,—মনরে আমার।
কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,
কখন গাঙ্গে লাগ্‌বে ভাঁটা,
কখন ছুটে আস্‌বে জোয়ার।

মনে রাখিস্ নিরবধি—ভোলা মনরে আমার, মনরে আমার!
যাঁহারি নাও, তাঁরি নদী;
যে ফেল্‌বে তোরে বাণের মুখে,
সেই ত তরীর কর্ণধার।

বেহাগ।

ওহে নীরব! এস নীরবে;
গোপন পরাণে মম
গোপনে রবে

নিশির শিশির সম,
পশহে জীবনে মম,
মোরে ফুটাও হে প্রিয়তম!
তব সৌরভে

তোমারে পাইলে আমি,
কারেও কব না স্বামী,
রব নীরবে দিবসযামী,
তব গরবে

বাউল।

তোমার ভাব্না ভাব্লে আমাব ভাব্না রবে না,
—আর আমার ভাব্না রবেনা।

সবাই যখন বলিবে ভাল,
তখন তোমায় দেখাব মোর মনের কালো,
—আর আমার ভাব্না রবে না।
যখন সবাই করবে তিরস্কার,
তখন বুকে ধরব চেপে তব পুরষ্কার,
-আর আমার ভাব্না রবে না।

যদি জীবন-পথে করি শত ভুল,
আমার পায়ে লাগুক্ কাঁটা, সবার পায়ে ফুল,
—আর আমার ভাবনা রবে না।
হারাই যদি সব ভালবাসা,
সকল আশা ছেড়ে করব তোমারই আশা,
—আর আমার ভাব্না রবে না।

পড়ব যতই দুঃখ বিপদে,
ততই মোরে করবে নত তব শ্রীপদে,
—আর আমার ভাবনা রবে না।
শেষে ডাক্‌বে যখন "ঘাটে আয়রে, আয়"
তোমার বোঝা করব বোঝাই তোমারই খেয়ায়,
—আর আমার ভাব্না রবে না।

বেহাগ

আমি তোমার ধরব না হাত
নাথ! তুমি আমায় ধর।
যা'রা আমায় টানে পিছে,
তা'রা আমা হতেও বড়।
শক্ত ক'রে ধর হে নাথ!
শক্ত ক'রে আমায় ধর।

যদি কভু পালিয়ে আসি,
(তা'রা) কেমন করে বাজায় বাঁশী,
বাজাও তোমার মোহন বীণা,
আরও মনোহর

তা'দের চেয়েও মধুর সুরে
বাজাও মনোহর।

বাউল

কোথা হে ভবের কাণ্ডারি।
একা আমি জীবন-তরী বাইতে নারি।

ভেবেছিনু নাইবা এলে, (ওহে ভবনদীর মাঝি!)
যাব চলে আপন পালে
—অবহেলে।
এখন মাঝ-গাঙ্গেতে টুট্‌ল দড়ি, ভাঙ্গা নায়ে উঠল বারি।
(হে কাণ্ডারি! ভাঙ্গা নায়ে উঠ্‌ল বারি)
(আমি দেখি নাই হে ভাঙ্গা নায়ে উঠ্‌ল বারি)

আজি এই বিপদকালে, (ওহে কাল খেয়ার মাঝি!)
এস তুমি আমার হালে,
আমার পালে।
তোমার টানের তানে নূতন গানে—আমি শুধু গাইব সারি।
(হে কাণ্ডারি! আমি শুধু গাইব সারি)
(তুমি নাও চালাবে, আমি শুধু গাইব সারি)
(চাহি ঢেউয়ের পানে অভয় প্রাণে গাইব সারি)

ভৈরব।

কে হে তুমি সুন্দর,—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

কভু নবীন ভানু-ভালে
কভু ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগ-কূজিত-কুহক-কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর!

কভু নির্ম্মল নীল প্রাতে
কনক-কিরীট মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর!

কভু পুষ্পিত নভকুঞ্জে
তব নৈশবংশী গুঞ্জে;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন
শ্যাম মূরতি অতি সুন্দর!

———

ললিত

আহা মরি মরি! এমন আঁখি কোথা পেলে হরি!

গগন পটে নিত্য নূতন চিত্র আঁক চিত্তহরণ;
প্রভাত আসে কতই বরণ কতই ধরণ ধরি!
আহা মরি মরি!

বিহগের পাখায় পাখায়, বিটপের শাখায় শাখায়,
এমন শোভা নয়নলোভা রচ কেমন করি!
আহা মরি মরি!

রত্ন পরাও অতুল স্নেহে, বিধু-আঁখি নিশির দেহে;
পরাও নিতি নবীন ছাঁদে মেঘের নীলাম্বরী!
আহা মরি মরি!

কত কাল হতে তুমি রচেছ এ রঙ্গভূমি,
সৃষ্টি তোমার দৃষ্টি জুড়ায় মোহন বসন পরি!
আহা মরি মরি!

বলিহারি হে অপরূপ! দেখ্‌তে নার কিছুই কুরূপ,
তোমার দ্বারে আস্‌তে হরি! তাই ত লাজে মরি।

নায়েকী কানাড়া

তব পারে যাব কেমনে, হরি !
দুস্তর জলধি নাহি তরী।

আছি বসে একা ভবতীরে,
ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে,
বল বল কেমনে এ নিধি তরি।

আছি আঁধার পানে শ্রবণ পাতি,
যদি আসে হেথা তরঙ্গ আঘাতি
তব তরী ;
সে আশে ধৈরজ ধরি।

খাম্বাজ।

বিফল সুখ আশে জীবন কি যাবে?
কবে আসিবে হরি! কবে বোঝাবে?

হয়ে আছি পথহারা,
তোমার পাইনে সাড়া,
কবে আসিযে তুমি পথ দেখাবে?

আসিয়ে তোমার ভবে
শুধু কি কাঁদিতে হবে?
কবে আসিবে কাছে নযন মুছাবে?

সম্মুখে না দেখি বেলা,
ফুরায়ে আসিছে বেলা,
তোমার পারে ভেলা কবে ভিড়াবে?

যদি সংসারের ঘোরে
আরো ঘুরাইবে মোরে,
মিনতি করি এস যবে দিন ফুরাবে।

ভৈরবী

কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয় !
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

বলিব না "রেখো সুখে," চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও।
—শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে ;
আমার ভাবনা, প্রিয় ! তুমি ভাবিও।
—শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন-থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিও !
—আর, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

———

বাউল।

আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখ্‌তে নারি, ধর্‌তে নারি, বুঝ্‌তে নারি কিছুই যে গো।

নয়নে নাহি ভাতি, মনে হয় চিররাতি,
মনে হয় তুমি আমার চিরসাথী;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি
নয়ন ভরে দেখা দে গো!
(এই রাতকানারে) নয়ন ভরে দেখা দে গো!

কাঁদায়ে কাঁটার ক্লেশে, কঠিন এই পথের শেষে
না জানি নিয়ে যাবে কোন বিদেশে।
একবার ভালবেসে, কাছে এসে
কানে কানে বলে দে গো,
(এ কালারে) কানে কানে বলে দে গো!

হয়েছিস্‌ যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে।
হস্ত আমার হলেও শিথিল, তুই আমারে ছাড়িস্‌ নে গো!
(তোর পায়ে পড়ি) তুই আমারে ছাড়িস্‌ নে গো!

ভাটিয়ালী।

কিষাণ ভাই! তুমি কি ফসল ফলাবে এমন মাঠে?
কে বল কিনিবে তারে ভবের ভরা হাটে?

এ জীবন জমীন বড়ই উষর,
বরষ বরষ বরষে তবু ধূলায় ধূসর,
তাই নিরাশ হয়ে বসে আছি মনের মলিন বাটে।

খুব গভীর করে দাও লাঙ্গলের চির,
ঢাল তাহে যত পার নয়ন-কূপের নীর;
লাগে লাগুক্ হলের খোঁচা, চরণ রেখো বাঁটে।

তুমিই জান, ওহে হলধর!
কি দিয়ে ভরিবে আমার খালি গোলাঘর;
শেষে ক'রে বোঝাই, ভেবে না পাই,
নে যাবে কোন্ ঘাটে!

কালাংড়া।

তোর কাছে আস্‌ব, মাগো, শিশুর মত ;
সব আবরণ ফেল্‌ব দূরে হৃদয় জুড়ে আছে যত।

দৈন্য যে মা মনের মাঝে, ঘুচ্‌বে না তা মিথ্যা সাজে ;
সব আভরণ কর্‌ব খালি, দেখ্‌বি মাগো মনের কালি,
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি,—তাই চরণে কর্‌ব নত।

মার্‌বি মাগো যতই মোরে, ডাক্‌ব আমি ততই তোরে
ধর্‌ব যখন্ জড়িয়ে হাত, দেখ্‌ব কেমন কর্‌বি আঘাত ;
তখন মা তুই পাবি ব্যথা, ব্যথা দিতে অবিরত।

মনের হরষ মনের আশে, বল্‌ব সরল শিশুর ভাষে,
সুখের খেল্‌না হাতে পেয়ে, তোর কাছে মা যাব ধেয়ে ;
তোর স্নেহাশীষ মাথায় লয়ে, ভবের খেলা খেলব যত।

———

ভৈরবী।

প্রভু! মন নাহি মানে!
ভাবি সদা রব চাহি তব পানে।

মাটির খেল্‌না যায় যে ফাটি, জানি এ খেলা নয়ত খাঁটি,
তবু কুড়াই ভাঙ্গা মাটি ভাঙ্গা প্রাণে।
—মন নাহি মানে!

ভাবি আজ গেছে বসন্ত, এবার দুখ হবে অন্ত,
তবু ডাকে পোড়া পাখী করুণ গানে
—মন নাহি মানে!

না এলে যদি প্রভাতে, আছি আশায় আঁধার রাতে,
সংসার যে আসে কাছে তোমার ভানে!
—মন নাহি মানে!

এস তুমি ভবের মেলায়, এস আমার ধূলোখেলায়;
পাই যেন নাথ! তোমায় কাছে সকল টানে।
—মন নাহি মানে!

———

জয়শ্রী।

ক্ষমিও, হে শিব! আর না কহিব
—"দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম"।

মৃত্তিকা বলে মোরে "ওরে মূঢ় নর!
"হৃদয়-আঘাতে তব কেন এত ডর?
"দীর্ণ মম বক্ষ যত আঘাত যত খর
"শস্য সুফল তত ততই শ্যাম মনোরম"।

আকাশ বলে মোরে "আমি কাঁদি যবে
"হাসে বসুন্ধরা ফুল্ল বিভবে;
"তোমারও নয়ন বারি বিফল না হবে
"শুষ্ক জীবনে তব ফুটিবে ফুল অনুপম"।

———

কর্ণাটি।

বিঘ্নহরণ সুখবিধায়ক নায়ক একছত্র বিশ্বেশ্বর
ধরণীধর জগপতি গুরু মহেশ।

ঋদ্ধি সিদ্ধি বিধাতা, গুণীন্দ্র মহান্,
বিপদকলুষহর কৃপানিধি বিধি
অসীম চির অবিনাশ
দুখীজন পিতা পাতা বন্ধু দীনেশ॥

মিশ্র খাম্বাজ।

এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায় ?
আপন রাগিণী আপন মনে গায়।

নাচিছে চন্দ্রমা সে গীত-ছন্দে,
গ্রহ গ্রহে ঘিরি নাচে আনন্দে,
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায় ?

যাঁর যন্ত্রে হেন মোহন তন্ত্র,
যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না জানি সুন্দর সে কি শোভায়

কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী,
কোথা সে শতদল ফোটে না জানি ;
প্রাণ মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায় !

দেশ।

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী,
কেমনে বল তাঁরে ডাকি ?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?

কুসুম লয়ে গন্ধ বরণ,
নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন,
কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?

নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী;
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল,
কেন তুমি মোরে করিলে কাঙ্গাল ?
বল হে হরি! আর কত কাল
সুদিনের লাগি রহিব জাগি ?

ভৈরবী।

আমার আবার যখন প্রভাত হবে,
মেঘগুলি সব সরে যাবে,
এম্‌নি করে বাঙ্গিও নাথ !
আমায় এম্‌নি করে রাঙ্গিও।

ঘুমটী আমার পাখীর ডাকে
নবীন ভানুর তরুণ রাগে
এম্‌নি করে ভাঙ্গিও নাথ! এম্‌নি করে ভাঙ্গিও।

অশ্রুঝরা মেঘের মালা,
সাজায় যেমন গিরির গলা ;
তেম্‌নি আমার আশার মালা
তোমার গলায় পরিও নাথ! তোমার গলায় পরিও।

বহুদিনের তপে সতি
পাষাণ ভেদি পেল পতি ;
তেম্‌নি জীবন-পাষাণ ভেঙ্গে,
(আমার) পরাণখানি মাঙ্গিও, নাথ ! পরাণখানি মাঙ্গিও।

সিন্ধু।

আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়
বল্‌ছ হরি "আমায় ধর"।
আঘাত দিয়ে কহ মোরে
"এই ত আমার কর"।

হাত বাড়ায়ে মলেম্ ঘুরে,
কাছে থেকেও রইলে দূরে ;
এত আমার আপন হয়েও
রইলে সদা আমার পর।

ফুরায়ে যে এল বেলা,
সাঙ্গ কবে কর্‌বে খেলা ?
(হরি) তুমি কর তোমার লীলা,
আমার প্রাণে লাগে ডর।

শকতি নাই তোমায় ধরি,
হার মেনেছি, হে শ্রীহরি !
দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর !

পিলু।

আমায় রাখ্‌তে যদি আপন ঘরে,
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই ;
দুজন যদি হ'ত আপন, হ'ত না মোর আপন সবাই।

নিত্য আমি অনিত্যরে,
আঁক্‌ড়ে ছিলাম রুদ্ধঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া করে
তাই হে চির ! তোমারে চাই।

সবাই যেচে দিত যখন
গরব করে নিইনি তখন,
পরে আমায় কাঙ্গাল পেয়ে
বলত সবাই "নাই গো নাই"।

তোমার চরণ পেয়ে হরি!
আজকে আমি হেঁসে মরি ;
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি,
হায়রে, কি ধন চাহি নাই !

সাহানা।

চিত্ত-দুয়ার খুলিবি কবে মা,
চিত্ত-কুটীর বাসিনি!
অন্ধ ভিখারী রয়েছি দাঁড়ায়ে,
ওগো নয়ন বিকাশিনি!

রাজ পথে পথে ঘুরিলাম কত,
লভিনু যত না হারাইনু তত,
মিটিল না ক্ষুধা, মিলিল না সুধা,
ওগো সন্তাপ নাশিনি!

আজি ফিরিলাম ঘরে দীন শ্রীহীন,
সংসার ধূলায় ম্লান মলিন,
বসিবি কি হেন জীবনপঙ্কে?
—ওগো পঙ্কজবাসিনি!

———

বাউল।

মানুষ যখন চায় আমারে, তোমারে চাইনে হরি।
তাইতে বুঝি দাও না ধরা, যখন তোমায় খুঁজে মরি ?

নওত শুধু ব্যথার ব্যথী, তুমি যে মোর চিরসাথী;
যখন থাকি সুখের মোহে, সেই কথা যে যাই পাসরি

বিফল ধন রতন খুঁজি, হারাই আমি ঘরের পুঁজি;
তাইত আমি ঘাটে এসে, পাইনে খুঁজে পারের কড়ি।

এবার যখন ডাক্‌বে তারা, দিবনা দিবনা সাড়া;
যখন তারা টান্‌বে আমায়, রব তোমার চরণ ধরি।

বেহাগ-খাম্বাজ।

ওহে জগতকারণ! এ কি নিয়ম তব?
এ কি মহোৎসব, এ কি মিলন নব?

গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে,
অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে।
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম সোহাগে,
অখিল নিখিল ভরা এ কি আহ্বান-রব?

সে নিয়মে জীবগণ সুখদুঃখ অন্ধ;
প্রেমপারিজাতে, প্রভু! এ কি মকরন্দ?

দুইটী অন্তর তাই দুরান্তর হতে,
করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে,
"প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে,
তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব"।

খট্।

দাও হে, ওহে প্রেমসিন্ধু! দাও এ নবীন যুগলে
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু সুর-নর-চিত-বাঞ্ছিত।

যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম,
তোমাতে উদয় তোমাতে বিরাম,
বিষয়-বাসনা, ধন, জন, মান
যে প্রেম করেনা লাঞ্ছিত।

দুইটী হৃদয় হয়ে একাকার,
স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার
বিশ্বের বুকে চলুক্ উদার
কখনও না হয়ে কুঞ্চিত

টেনে লও, ওহে প্রেম-পারাবার!
তব শুভ কোলে হৃদি দুজনার,
তোমার মধুর কঠোর শাসনে,
কখনও করো না বঞ্চিত

বেহাগ-খাম্বাজ।

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া।

প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া
আজি মন চায় অঞ্জলি লয়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া।

যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মথিয়া;
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।

হাসি দিয়ে এরে কর গো পালিত তব স্নেহ কোলে রাখিয়া।
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ি ! প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া,

যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া;
রক্ষিও নাথ ! তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া।

দেখো প্রভু ! দেখো, চালাইও এরে তুমি নিজ হাতে ধরিয়া;
মঙ্গল-পাণীয় দিও তুমি দিও পরাণ-পাত্র ভরিয়া।

দীর্ঘায়ু হোক্ এ কোমল শিশু সকলের প্রেমে বাড়িয়া;
সে জীবনে, প্রভু ! যেন কোথা কভু না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

———

স্থরট-মল্লার।

হরি! তোমারে পাব কেমনে?
যেতেছে সময়, ওহে দয়াময়!
দয়া কর দীন জনে।

ভুলেছিনু যবে ভবের খেলায়
হারাইনু কত সুদিন হেলায়,
বুঝি নাই, প্রভু! চলিবে না কভু
তোমার চরণ বিনে;

বুঝাইলে, হরি! বুঝালে এবার,
সবাকার হতে তুমি আপনার;
তোমারে পাইলে সরস সংসার,
বিরস তোমা বিহনে।

তাপিত চিতে এ মিনতি করি
লুকাইয়ে আর থাকিও না, হরি!
দেখিলে ত তুমি তোমারে পাশরি
কাটাই দিন কেমনে।

কাটহে আমার স্বার্থের পাশ,
তব প্রিয় কাজে কর মোরে দাস,
সাধ এ জীবনে তব অভিলাষ
হরষে কিম্বা বেদনে।

বাউল।

তোমায়, ঠাকুর! বল্‌ব নিঠুর কোন্ মুখে?
শাসন তোমার যতই গুরু ততই টেনে লও বুকে।

সুখ পেলে দিই অবহেলা,
শরণ মাগি দুখের বেলা;
তবু ফেলে যাও না চলে, সদাই থাক সম্মুখে।

প্রতিদিনের অশেষ যতন,
ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন;
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাশরি প্রেমসিন্ধুকে।

সুখের পিছে মরি ঘুরে,
তাই ত রে সুখ পালায় দূরে;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে।

ভুলে যাই সবাই আমার,
নই ত ভিন্ন আমি সবার;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদ্‌ব আমি কোন্ দুখে?

ভবের পথে শূন্য থালি,
বেড়াই ঘুরে দীন কাঙ্গালী,
দৈন্য আমার ঘুচ্‌বে, যবে পাব দীনবন্ধুকে।

বাউল।

হে অজানা, আমি তোমায় জান্‌ব কবে?
জীবন-রবি আর ত নাহি পূরবে।

যতই দেখি যতই শুনি, আমি শুধু অবাক্ মানি,
কিছু না জানি।
তারা নয়ত এমন গুণী যাদের আমি জানি এ ভবে।

জীবন হাটে কিনিতে সুখ, কিনে আনি কেবলি দুঃখ,
বেদনা-ভরা বুক; (তোমায় জানিনে ব'লে);
যে তোমায় পেয়েছে ডেকে, থাকে সদাই হাসি-মুখে,
চিরসুখে!
ঘাটে যখন ডাক্‌বে মাঝি, তাদের যেমন হাসি তেমনি রবে;
(তোমায় জেনেছে ব'লে);

ঘরে শুধু পাঁচটী প্রাণী, তবু করি টানাটানি, হানাহানি;
(তোমায় ঘরে পাইনি ব'লে);
যে তোমার পেয়েছে খবর, তার সবাই আপন, কেহ নয় পর,
বিশ্ব তাহার ঘর।
যে তোমায় করেছে আপন, সে আপন করেছে সবে।

ভৈরবী।

রৈল কথা তোমারি, নাথ ! তুমিই জয়ী হলে।
ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণ তলে।

কুড়িয়ে সবার ভালবাসা,
ভবের ডালে বাঁধ্‌নু বাসা,
ঝড় এসে এক সর্ব্বনাশা,
ফেল্‌ল ভূমিতলে—হে নাথ।

পক্ষ আমার গেল ভেঙ্গে,
বক্ষ আমার গেল রেঙ্গে,
তুল্‌তে যারে বল্‌ছি মেঙ্গে,
সেই চলে যায় দলে—হে নাথ।

নয়ত তোমার দুয়ার বন্ধ,
আমারই নাথ দু'চোখ অন্ধ,
মিছে তোমায় বলি মন্দ,
আজ কে দিল বলে?—হে নাথ।

তাইত তোমায় দেখতে নারি,
দাও হে দেখা হে কাণ্ডারী,
দর্প আমার, দর্পহারী,
ফেলে এলাম জলে—হে নাথ।

সিন্ধু।

লয়ে যাও প্রভু আজি জীবন জলধি পারে,
যেথা বিরাজেন তিনি লইয়া গিয়াছ যাঁরে।

নয়নে না দেখি বেলা,
শুধু তরঙ্গেরি খেলা,
জীর্ণ মানস ভেলা,
তুমি পার কর তারে।

তাঁহারে হারায়ে মোরা,
দিশাহারা শান্তিহারা;
দেখ, নয়নে বহিছে ধারা,
তুমি বিনা কে নিবারে ?

———

বেহাগ।

মিলিল আজি পথিক দু'জন জীবন পথের মাঝে;
দেখাও সুপথ, হে পথের পতি! দেখাও দিবসে সাঁঝে।

যেথায় অজানা মিলে শত পথ,
চারিদিকে যাত্রী করে যাতায়াত,
চালাও যে পথে তোমার তীরথ
তোমার মন্দির রাজে।

পথপাশে যবে মেলে সুখ মেলা,
সুখী হোক্ খেলি হরষের খেলা;
সে খেলায় যেন নাহি করে হেলা,
বিরস জীবন কাজে।

যদি কভু রাতে নিভে যায় বাতি,
দেখাইও নাথ! তব মুখ ভাতি,
বন্ধুর পথে, হে জগবন্ধু,
থেকো সদা কাছে কাছে।

———

রামপ্রসাদী মালসী।

আর দে দে বল্‌ব না তোরে;
যা দিলি তুই, কাঙ্গাল রাণি! তাইত আবার নিলি হরে।

নে মা আমার ধন পদ মান
জীবন ডালা শূন্য ক'রে;
আমি শূন্য ডালা দিব তব পায়,
যদি পূজার মালা না দিস্ মোরে।

দিস্ যদি মা দুঃখ বিপদ,
তুলে দে মা মাথার পরে;
যখন বোঝা হবে ভারি,
তুই নাবাবি আপন করে।

তোর নেবার মত নই মা আমি,
তবু কেন এ দীনের দ্বারে?
তুই মা আমার পরশমণি,
আদরে নে পরশ ক'রে।

বেহাগ খাম্বাজ।

তখনি তোরে বলেছিনু মন,
যাস্‌নে রে তুই এ বিপথে, মান্‌লিনি তখন

কাঁটার ভয়ে ছাড়লি সুপথ,
সুগম ভেবে ধরলি বিপথ,
ছ’জনায় তোর পথের সম্পদ
করিল হরণ।

সাথের সাথী ভাব্‌লি যারা,
কোথায় এখন রইল তারা ?
এবে বিজন বনে পথহারা
সজল নয়ন।

দুঃখের বোঝা লয়ে শিরে,
চল্‌রে, ভোলা, চল্‌রে ফিরে,
ভরসা তোর এ তিমিরে
হরির চরণ।

সিন্ধু কাফি।

বুঝেছি, হে ছদ্মবেশী, ছলনা তোমার,
আর না ডরিব আমি ভুলিব না আর।

দরশনে রুদ্র তুমি, অন্তরেতে শিব;
দুঃখবেশী সুখ তুমি, বিপদে বিভব;
অনলে পরখি লহ জীবন সবার;
দহিয়া রাঙ্গাও তারে, কর না অঙ্গার।

কুটিরে নিবাস তব, ওহে মহারাজ!
প্রাসাদে ধর হে তুমি দরিদ্রের সাজ;
মৃত্যুর বিভূতি অঙ্গে, কণ্ঠে মৃত্যুহার;
মৃত্যুঞ্জয়, জীবনের তুমি মূলাধার।

নিজেরে লুকাও তুমি কত আবরণে;
পাইনি ধরিতে তোমায় শত আহরণে;
দস্যুবেশে এলে গৃহে ভাঙ্গিয়া দুয়ার,
এবার পড়িলে ধরা, হে বন্ধু আমার!

কীর্ত্তন।

আর কত কাল থাক্‌ব বসে দুয়ার খুলে,
—বঁধু আমার :
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ?
—বঁধু আমার!

বাহিরের উষ্ণবায়ে মালা যে যায় শুকায়ে,
নয়নের জল, বুঝি তাও, বঁধু মোর যায় ফুরায়ে;
শুধু ডোরখানি হায় কোন্ পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে ?
—বঁধু আমার!

হৃদয়ের শব্দ শুনে, চমকি' ভাবি মনে,
ঐ বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে:
পরাণে লাগ্‌লে ব্যথা ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে;
—বঁধু আমার!

বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশা মন মাঝে রহিল;
কি লয়ে থাক্‌ব বল, তুমি যদি রইলে ভুলে ?
—বঁধু আমার!

কীৰ্ত্তন।

যদি দুঃখের লাগিয়া গড়েছ আমায়, সুখ আমি নাহি চাই ;
শুধু আঁধারের মাঝে তব হাতখানি খুঁজিয়া যেন গো পাই।

যদি নয়নের জল না পার মুছাতে ;
যদি পরাণের ব্যথা না পার ঘুচাতে,
তবে, আছ কাছে আছ, হে মোর দরদী,
কহিও আমারে তাই।

যদি হৃদয়ের প্রেম নাহি চাহে কেহ,
পাই অবহেলা, নাহি পাই স্নেহ,
তবে দিয়াছিলে যাহা, হে মোর বিধাতা,
ফিরিয়া লহ গো তাই !

যদি না পারি পুরাতে মনের বাসনা,
যায় হে বিফলে সকল সাধনা,
যেন এ দীন জীবনে, হে দীনের নিধি,
তোমারে নাহি হারাই।

ভৈরোঁ।

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি ত আমার রহিবে।
বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার,
তুমি ত, বন্ধু, বহিবে।

কলুষ আমার, দীনতা আমার,
তোমারে আঘাত করে শতবার;
আর কেহ যদি না পারে সহিতে,
তুমি ত, বন্ধু, সহিবে।

যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুলমালা,
থাক্ পড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা।
হবে না বিফল মোর ফুলতোলা,
তুমি ত চরণে লইবে।

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক্ কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে।

কীর্ত্তন।

যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান ;
যখন লুকানো নিন্দা আমারে আঁধারে হানিবে বাণ ;
সহিব নীরবে, কহিব তখন,—
"তুমি জান, নাথ, তুমি জান !"

ভবের সভায় যশের মুকুট দেয় যদি তারা শিরে,
পারি যেন দিতে সরল বিনয়ে তাদের চরণে ফিরে ;
বলি যেন তবে, "হীনতা আমার
তুমি জান, নাথ, তুমি জান !"

লক্ষ্যের দিকে যদি আসে মেঘ বিপদের পাখা খুলে ;
যদি ভবপারে সবে ডাকে মোরে, 'লাগাও তরণী কুলে',
চলিব আঁধারে, বলিব তখন—
"তুমি জান, নাথ, তুমি জান !"

ফুরায় যে সুখ, ফুরায় যে দুঃখ, না ফুরায় শুধু আশা ;
ভাঙ্গে যতবার গড়ি ততবার ধূলায় ধূলির বাসা ;
কেন এ যতন ? কোথা সে রতন ?—
"তুমি জান, নাথ, তুমি জান !"

ভৈরবী।

হে দীনবন্ধু, পার কর।
পার কর তরী, পার কর, পার কর।
বিশাল সিন্ধু দুস্তর—পার কর।

ভাঙ্গা এ ভেলা, আমি একেলা,
দূরে গরজে জলধর ;
হে ভয়হারী, ভয় হর।

মোহ কুয়াশায়, দিক নাহি ভায়
হে ভবমাঝি, হাল ধর।

জীবন তরী কলুষে ভরি
শূন্য করি তব ঠাঁই কর,
হে দীনত্রাতা, দীনে তর।

কানাড়া।

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে ?
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে—কবে ?

আমার সকল সুখে, সকল দুঃখে,
তোমার চরণ ধর্‌ব বুকে ;
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই ক'বে।

কিন্‌ব যাহা ভবের হাটে ;
আন্‌ব তোমার চরণ বাটে ;
তোমার কাছে, হে মহাজন,
সবই বাঁধা রবে—কবে ?

স্বার্থ-প্রাচীর করে খাড়া,
গড়ব যবে আপন কারা,
বজ্র হয়ে তুমি তারে
ভাঙ্গবে ভীষণ রবে।

পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই,
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই ;
জগতের সকল আপন হতে
আপন হবে—কবে ?

শেষে, ফির্‌ব যখন সন্ধ্যাবেলা, সাঙ্গ করে ভবের খেলা,
জননী হয়ে আমায় কোল বাড়ায়ে ল'বে।

কীর্ত্তন।

পরাণে তোমারে ডাকিনি, হে হরি,
ডেকেছি শুধুই গানে ;
তাইত তোমারে পাইনি জীবনে ;
ফিরেছি শূন্যপ্রাণে।

তুমি চাহ প্রাণ, নাহি চাহ ভাষা ;
চাহ দীনবেশ, নাহি চাহ ভূষা ;
গাহিনি সে গান তুমি শুন যাহা, আর কেহ নাহি শোনে।

তুমি সবাকার হতে আপনার,
সে কথা বুঝিতে বাকী নাহি আর ;
তবু শত ঠাঁই শতবার ধাই, চাহিনা চরণ পানে।

শিখাও আমারে গাহিতে সে স্থরে,
যা শুনি থাকিতে পারিবে না দূরে ;
আসিবে হৃদয়ে তব বীনা লয়ে, মাতা'বে নূতন তানে।

সিন্ধু কাফি।

তবু তোমারে ডাকি বারে বারে ;
কত যে পেতেছি ব্যথা তব ব্যবহারে !

জানি না কেন যে দাও, কাঁদায়ে ফিরায়ে নাও,
তুমি ত ভোলনা বিধি নয়ন আসারে।

বল হে কবে জানিব, শ্মশানেতে তুমি শিব ;
তোমারে সুখে বরিব দুঃখের মাঝারে।

বুঝেছি সুখ যে মায়া, বুঝাও দুখও যে ছায়া,
তুমি যে রয়েছ সুখ দুঃখের ওপারে।

মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে,
তাই ত এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে।

———

পূরবী

দিয়েছিলে যাহা, গিয়াছে ফুরায়ে
ভিখারীর বেশ তাই ;
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন
তোমাব চরণে চাই।

সুখ আমারে দেয় না অভয়,
দুঃখ আমারে করে পরাজয় ;
যত দেখি তত বাড়িছে বিস্ময়,
যাহা পাই তা হারাই

ভবের মেলায় কতই খেল্‌না
কিনিলাম, তবু সাধ ত গেল না ;
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি ;
কে দিবে তরীতে ঠাঁই !

দাও হে বিশ্বাস, দাও হে ভকতি,
বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি ;
সম্পদে বিপদে তব শিব পদে
স্থান যেন সদা পাই।

প্রকৃতি।

মিশ্রপাহাড়ী।

প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্ লো বধু!
ঘোমটাখানি খোল্।
আছি আজ পরাণ মেলি, দেখ্‌ব বলি'
তোর নয়ন সুনিটোল লো বধু!
নয়ন সুনিটোল।

কত আর নীরব র'বি,
কবে তুই ফিরে চাবি,
মোরে ব'রি ল'বি বধু।
কবে জীবন বাসর-বাটে
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল লো বধু!
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল?

আজি নিখিল কুঞ্জবনে,
মিল্‌ব পরম বধুর সনে,
বড় সাধ মনে বধু।
এ মোহন রাতে, আমার সাথে
বিশ্ব দোলায় দোল্ লো বধু!
বিশ্বদোলায় দোল্!

গজল।

কে গো তুমি, বিরহিনি, আমারে সম্ভাষিলে?
এ পোড়া পরাণ তরে এত ভালবাসিলে?

কভু হরিত বসনে সাজি',
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধুহাসে মম পানে হাসিলে!
কে আমারে সম্ভাষিলে?

শারদে নিশীথে যবে
বিরহে রহি নীরবে,
পীত কায়ে মৃদু পায়ে মম পাশে আসিলে!
কে আমারে সম্ভাষিলে?

কভু বাদলে ঢাকি বয়ান
করিলে গভীর মান,
দামিনীর গুরুভাষে আঁখি-নীরে ভাসিলে!
কে আমারে সম্ভাষিলে?

আমি শ্যাম, তুমি রাধা,
তাই বধু এত বাধা;
তুমিও হায় উদাসিনী, মোরেও উদাসিলে!
কে আমারে সম্ভাষিলে?

আসোয়ারী

আমার ঘুম ভাঙ্গান চাঁদ!
আমার মন ভাঙ্গান চাঁদ!
তুমি যাও গো সরে।
বাতায়নে আমার পানে
চেওনা অমন করে।

বিধু, তুমি বধুর রূপে,
এলে ঘরে চুপে চুপে,
নয়নে করলে পরশ কিরণ-করে।

কয়ো না পুরাণ কথা,
দিয়ো না পুরাণ ব্যথা,
এনো না পুরান প্রদীপ আঁধার ঘরে।

জানি, ওগো সর্ব্বনাশী,
জানি তব মোহন হাসি,
জানি তব ভালবাসা দু'দিন তরে।

পিলু।

বন দেখে মোর মনের পাখী
ডাক্‌লো গো আজ ডাক্‌লো গো!
অনেকদিনের ঘুম ভেঙ্গে সে
জাগ্‌লো গো আজ জাগ্‌লো গো!

হাত বাড়ায়ে অযুত শাখায়,
ডাকে বন, "আয়, আয়, আয়";
ভাঙ্গি মোর সোনার খাঁচা
ভাগ্‌লো গো সে ভাগ্‌লো গো!

যেন আজ বিদেশ ছেড়ে,
ঘরেতে এল ফিরে;
আপন দেশের শীতল হাওয়া
লাগ্‌লো গো গায় লাগ্‌লো গো!

সবুজের সহজ টানে,
মানা আর নাহি মানে;
অমৃতের ফল বুঝি আজ
পাক্‌লো গো আজ পাক্‌লো গো!

পিলু ও খাম্বাজ—মিশ্র।

বাদল ঝুম্ ঝুম্ বোলে,
না জানি কি বলে!
বুঝিতে পারি না কথা,
তবু নয়ন উছলে!

কাহার নুপূরধ্বনি
শুনাইছে আগমনী?
বিরহী পরাণ তারে যাচে;
আশাময়ূরগুলি পূছ মেলি নাচে;
রাখিব পরাণখানি তার চরণতলে।

সাওয়ন

ঝরিছে ঝর ঝর,
গরজে গর গর,
স্বনিছে সর সর,
শ্রাবণ মাঃ।

তটিনী তর তর,
সরসী ভর ভর,
ধরণী থর থর,
সিকত গা।

বিরহী—"ধর ধর",
মানিনী—"সর সর",
চাহিছে খর খর,
সুলোচনা।

বালিকা দলে দলে,
চলিছে গলে গলে,
বিটপী তলে তলে,
ঝোলে ঝুলা

কৃষক হলে হলে,
বলাকা জলে জলে,
নাচিছে টলে টলে,
শিখীর পা।

পরাণ পলে পলে,
পড়িছে ঢলে ঢলে,
উঠিছে ব'লে ব'লে,
—তুমি কোথা?

বেহাগ।

আজি এ নিশি, সখী, সহিতে নারি,
কেবলই পড়িছে মনে যমুনা বারি।

এমনি সোনার তরী ভেসেছিল নভোপরি,
নাহিক শ্যামের তরী, নাহি বাঁশরী।

ছিল গো সেদিন, সখী, হেন যামিনী!
আছে ফুল নাহি মধু, আছে আশা নাহি বঁধু,
আছে নিশা, নাহি শুধু অভিসারী।

মিলন-মধুর নিশি আসিবে না আর;
আজি এ চাঁদিনী ধরা, বিরহ বেদন-ভরা,
আকাশের গ্রহতারা শ্যামভিখারী।

নটমল্লার।

মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে ;
মোরা নাচি সুরধুনী কুলে কুলে।

কখনো চলি বেগে, কভু মৃদুচরণে ;
কখনো ছুটি মোরা ফুল ফল হরণে ;
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি,
তা গেছি ভুলে।

খেলি লুকোচুরি কভু বনে ;
মাতি নিধিসনে কভু রণে ;
ভাসি আকাশে নীরদ সনে
শত পাল তুলে।

যখন থাকি ঘুমে, থাকে ঘুমে ধরণী,
গহন, নদী, নিধি, নভে মেঘ তরণী ;
পুনঃ জাগে হরষে, মোদের পরশে,
নয়ন খুলে।

মিশ্র খাম্বাজ।

জাগো বসন্ত, জাগো এবে
মোদের প্রমোদ কাননে।

তুমি জাগিলে জাগিবে ফুল,
বহিবে মলয় মৃদু মৃদুল,
গাহিবে বিপিনে বিহগকুল,
মোহন মধুর ভাষণে।

পরাও সবারে মোহন বাস;
জাগাও হৃদয়ে নবীন আশ;
হাস্থক ধরণী মধুর হাস,
তব শুভ আগমনে।

পূরবী।

সন্ধ্যাতারা জ্বলিছে গগনে,
আয় আয় চাঁদিয়া!
আন গো, স্বজনি, মধুর রজনী,
সোণার তরণী বাহিয়া।

তাপিত আমি তপ্ত তপনে;
সুপ্তি সঙ্গীত গেয়ে যা গোপনে;
কনক শ্রাবণে এ মরু জীবনে
ঢেলে দে স্বপন অমিয়া

আকাশ ভাসায়ে মধুর গানে,
পাখীরা উড়ে যায় সুদূর বনে;
আমার আশাগুলি উড়িছে দিশাভুলি,
গোধুলি এল, আয নামিয়া।

ভৈরবী।

প্রভাতকালে তুলিব ফুল,
খুঁজিব ফুল্ল তরুর মূল।

তুলিব বেলী, যুথি চামেলি,
সৌরভে হবে মন আকুল;
তুলিব জবা বরণ অতুল।

———

নটমল্লার।

যাবনা,—যাবনা,—যাবনা ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে!

বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
"ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক ভরে"।

আকাশের দু'তীরে দু'বেলা
আলো কালো করে হোলি খেলা;
আমারো পরাণে লেগেছে রং
কালোর পরে।

নীল সরে হেম-তরী-পরে
হাসে নব বিধু লাজভরে,
"এস বঁধু" বলে ডাকে মোরে
মোহন সুরে!

———

বাউল।

দোলে যামিনী কোলে,
দোলেরে সোনার শিশু, মোহন দোলে!
ফুটেছে কনক হাসি শিশুর মুখ-কমলে!

মেঘের আঁচল টানি,
বারে বারে মুখখানি
সোহাগে ঢাকিছে যত, ততই হাসি উথলে!

বালিকা তারকাগুলি,
আসিয়াছে কুতূহলী,
দেখিতে নিশির কোলে নিশি দুলালে।

এসেছে ধরণী সখি,
রজনীর সুখে সুখী,
বুকখানি আলো করি আদরে লইছে কোলে!

স্বদেশ।

মিশ্র।

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মি! উঠ আদিজগত-জন-পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!

(সকলে) জননি গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটী নরনারী গো।

(অথবা)

(অথবা), জননি, দেহ তব পদে ভক্তি:
দেহ নব আশা, দেহ নব শক্তি;
এক সূত্রে কর বন্ধন আজ,
ত্রিংশতি কোটী দেশবাসী জনে।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা! দুঃখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষে।

(সকলে) জননি·

ভারত শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কুজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষহিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপঃতুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে।

(সকলে) জননি······

কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে ?
সবাকার মান হোক্ তব মান, অপমান পর লাজে।
(সে দিন কবে বা হবে !)

জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা-ভেদজ্ঞান, ভারতে আনিল মরণ !
(ভাই হে) ;
কবে হবে এ সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারি সাধন ?
(হেন সাধন আর নাই হে !)

এ হেন সাধনে, জীবনে মরণে, পূজিব হে প্রেমসিন্ধু !
মোরা পূজিব তোমায়—সেবার কুসুম কুড়াইয়া;
—নিজের পূজা ঘুচাইয়া ;
—পরের দুঃখ ঘুচাইয়া ;
—ভারতের আশা পুরাইয়া।

তব পদে ঠাঁই, যেন সবে পাই, দয়া কর, দীনবন্ধু !
ওহে দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি ; নমো দীনবন্ধু !

রামপ্রসাদী মালসী।

দেখ, মা, এবার দুয়ার খুলে ;
গলে গলে এনু, মা, তোর হিন্দু মুসলমান দু' ছেলে।

এসেছি, মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে,
যাব না আর পরের কাছে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে।

অনুগ্রহে নাই মুকতি,
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে—থাক্‌ব না আর স্বার্থে ভুলে।

থাক্‌বে না আর রেষারেষি,
কাহার অল্প, কাহার বেশী ;
দু'ভাইয়ের যা আছে জমা সঁপিব তোর চরণ-তলে।

দুজনেই বুঝেছি এবার,
তোর মত কেউ নেই আপনার ;
তোরই কোলে জন্ম মোদের, মুদ্‌ব আঁখি তোরই কোলে।

খাম্বাজ।

কঠিন শাসনে কর মা শাসিত,
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী।

ছিলে, মা, অতুল বিভবশালিনী,
মোদের লাগিয়ে হলে কাঙ্গালিনী ;
দীন বেশ তব হেরিয়া, জননি,
নয়নে নাহি অনুতাপ-বারি।

স্বার্থ মোহে মোরা সদাই হতজ্ঞান,
আপন দোষে মোরা হারাই নিজ মান ;
ভা'য়েরে ঘৃণা করি করিয়া অপমান,
পরের কাছে মোরা কৃপাভিখারী।

আপন ধনপদ যশের আশায়
মিথ্যা প্রীতিপূজা জানাই তোমায় ;
প্রাণের অঞ্জলি দিতে নারি পায় ;
যে পদ ধৌত করে জাহ্নবী-বারি।

ভৈরোঁ।

জাগো, জাগো, জাগো এবে ;
হের পূরব-প্রান্তে ভানু-রেখা,
হে ভারতবাসী !

মঙ্গল-সঙ্গীত শোন বিহগকণ্ঠে ;
পুষ্পে নব সৌরভ, গগনে নব হাসি !

দূর অতীত শোন ডাকে, ' বৎস জাগো,
মোদের সম্মান গৌরব রাখো" ;
ভবিষ্যতে শোন ডাকে কর্ম্মভেরী,
"সুপ্তি পরিহর, মুক্তি-অভিলাষী" ।

দক্ষিণে বামে দেখ জাগে কত জাতি,
নবীন উৎসাহে, নয়নে নব ভাতি ;
জাগো, জাগাও সবে নব দেশপ্রেমে ;
শঙ্কা করোনা হেরি বিপদ-দুঃখরাশি

বাউল।

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাঙ্গালা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!

কি যাদু বাঙ্গলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আন্‌ল দেশে ভক্তিধারা
(মরি হায়, হায় রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তিনাশা।

বিদ্যাপতি, চণ্ডি, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;
(আরও কত মধুপ গো!)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধ্‌ল সুখে মধুর বাসা!

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌ল মালা জগৎ জিনে!
(গরব কোথায় রাখি গো!)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগত করে যাওয়া-আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে 'মা, মা' বলে;
ঐ ভাষাতেই বল্‌ব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা!

ভৈরবী-একতালা।

খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় বসে ;
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে।

সোনার শিকল দে রে খুলি ;
দুয়ার খানি দে রে তুলি ;
বুকের জ্বালা যাব ভুলি,
মেঘ-পরশে, শীতল মেঘের পরশে

থাক্‌বে নীচে ধরার ধূলি ;
ভুল্‌ব পরের বচনগুলি ;
বল্‌ব আবার আপন বুলি,
মন হরষে, আপন মনের হরষে।

মিশ্র—ভজনের সুর।

ভারত-ভানু কোথা লুকালে ?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব ভালে ?
হারে বিধাতা! সে দেব-কান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে ?

আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব!
আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব!
আছে নৈরঞ্জনা—কোথা সে মুক্তি!
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি!
আছে তপোবন—কোথা সে তপোধন!
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে!

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে;
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি;
কোথা সে বিদূষী তাপসী নারী;
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা,
বীর্য্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে।

নানক, গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি,
নাহিক সাম্য, ভেদে আত্মঘাতী;
ধর্ম্মের বেশে বিহরে অধর্ম্মী!
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্ম্মী ?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাতকালে ?

মিশ্র দেশ।

নূতন বরষ! নূতন বরষ!
তব অঞ্চলে ও কি ঢাকা?
মিলে নাই যাহা, হারিয়েছে যাহা,
তাই কি গোপনে রাখা?

দীনের লাগিয়া এনেছ কি দান?
ধনীর লাগিয়া এনেছ কি প্রাণ?
অলসের লাগি এনেছ কি শ্রম?
স্বপ্তের লাগি জাগা?

আশায় বসিয়া আছেন জননী,
তাঁর লাগি তুমি কি এনেছ, ধনী?
ঘুচাবে কি তাঁর অতীতের পানে
সজল চাহিয়া থাকা?

আসিবে কি হেথা প্রেমের শাসন,
তুচ্ছের লাগি উচ্চ আসন?
শিখাবে কি দ্বেষ, গর্ব্ব প্রাসরি
"ভাই" বলে ভাইয়ে ডাকা?

মানব ।

মিশ্র খাম্বাজ।

কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো।
শুধু তোমারই দুয়ারে অন্ধের মত অন্তর পাতি রহি গো।

শুধু তব ধন করি আশ,
আমি পরিয়াছি দীন-বাস;
শুধু তোমারই লাগিয়া গাহিয়া গান মর্ম্মের কথা কহি গো।

মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য
দেখ, সকলি করেছি শূন্য;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে, তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো।

মেঘ।

বঁধু, এমন বাদলে তুমি কোথা ?
আজ পড়িছে মনে মম কত কথা !

গিয়াছে রবি শশী গগন ছাড়ি ;
বরষে বরষা বিরহ-বারি ;
আজিকে মন চায়, জানাতে তোমায়
হৃদয়ে হৃদয়ে শত ব্যথা।

দমকে দামিনী বিকট হাসে ;
গরজে ঘন ঘন, মরি যে ত্রাসে ;
এমন দিনে, হায়, ভয় নিবারি
কাহার বাহু পরে রাখি মাথা ?

খাম্বাজ।

আজি স্বরগ-আবাস তুমি এস ছাড়ি!
আজি বরষে বরষা বিরহ-বারি!

আজি ফুলে নাহিক মধু-গন্ধ,
মলয়ে নাহিক মৃদু-মন্দ,
জীবনে নাহিক গীত-ছন্দ,
তোমারে ছাড়ি!

মোর এ ভালবাসা পাবে না নন্দনে,
উঠেনি এত সুধা সাগর-মন্থনে;
না জানি, নিশি যাপ কতই ক্রন্দনে
আমারে ছাড়ি!

সেথায় নাহিক আত্মবলিদান,
মিছে কলহ, মিছে অভিমান,
বিরহ-বেদন, বিরহ-অবসান,
—সেথা র'বে কেমন করি?

মিশ্র খাম্বাজ।

আমার মনের ভগন দুয়ারে সহসা তুমি কে গো, তুমি কে ?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত তনু, উজল নিজ আলোকে !
তুমি কে গো, তুমি কে ?

একি প্রেমপ্রতিম অঙ্গ !
একি যৌবনরূপ রঙ্গ !
একি মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল-ভঙ্গ !
একি সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত,
তোমার নয়ন-পলকে !
তুমি কে গো, তুমি কে ?

ছিল অশ্রুনদমুলীন হৃদয় দুঃখ-তামস গগনে,
আজি প্রাণ মম ইন্দ্রধনু তোমার নয়ন-কিরণে,
আজি প্রাণ মম মত্ত মধুপ, লুণ্ঠিত তব চরণে,
মম জীবন, মরণ, ধরম, সরম,
সকলি লীন পুলকে !
তুমি কে গো, তুমি কে ?

তুমি বিশ্ব করেছ সুন্দর, মনের নিভৃত কন্দরে ;
মম ক্ষুদ্র তরণী চঞ্চল ক্ষুদ্র জীবন-বন্দরে ;
তুমি সহসা উদিত ভাস্কর নীল নিশীথ অম্বরে ;
মম জীবন-গহন-চয়ন-কুসুম
শোভিত তব অলকে !
তুমি কে গো, ভুাম কে ?

নটমল্লার।

আমার মনের মন্দিরে এস গো, নবীন বালিকা!
তব প্রথম প্রেম-প্রভাতে দেহ প্রথম প্রণয়-মালিকা।

এস, প্রথম প্রেমে লজ্জিতা!
এস, নবীন সরমে সজ্জিতা!
এস, নবীন হরষে সজ্জিতা!
এস, নবীন চন্দ্র ভালিকা!

তব প্রথম প্রেমের আধ-আধ ভাষ,
প্রথম প্রেমের বাধ-বাধ আশ,
ক্ষণিক সাহস, ক্ষণিক ত্রাস,
আমারে কর সমর্পণ।

তব প্রথম প্রেম-স্বপনে,
তুমি আমারে দেখ গো গোপনে;
তুমি আমারে তুষিতে পর গো যতনে
অলকে যুথী-শেফালিকা।

———

সাওয়াল।

ওগো, আমার নবীন সাথী! ছিলে তুমি কোন্ বিমানে?
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ করুণ গানে!

জগতের গহন বনে,
ছিনু আমি সঙ্গোপনে;
না জানি কি লয়ে মনে,
এলে উড়ে আমার পানে!

লয়ে তব মোহন বরণ,
আমার শুষ্ক ডালে রাখ্‌লে চরণ;
আজ আমার জীবন মরণ
কোথা আছে কে বা জানে!

ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালবাসা,
আজ তুমি বাঁধ্‌লে বাসা
আমার প্রাণে, কোন্ পরাণে?

বারোঁয়া।

মোর আজি গাঁথা হ'ল না মালা,
পরের তোলা ফুলে ভরা ডালা

তুলিব ফুল যত
আপন মনোমত,
যদিও কাঁটা শত
দিবে জ্বালা।

যদিও খুঁজিলে
চামেলি নাহি মিলে,
সাজাব বন-ফুলে
তার গলা

একেলা তরুছায়
গাঁথিতে সে মালায়
যদিও বেলা যায়—
থাক্ বেলা।

বেহাগ খাম্বাজ।

শুধু একটী কথা কহিলে মোরে ;
না জানি, কহিলে তুমি কি মনে করে

মনে করি, সেই ভাষা
কখনো উপজে আশা.
কখনো নয়নে জল
প্রাণ শিহরে।

রচি তাহে কত তান,
কত গাথা, কত গান ;
কতবার সঁপি প্রাণ
তোমার করে।

মিশ্র খাম্বাজ।

আমায় ক্ষমা করিও যদি তোমারে জাগায়ে থাকি;
দু'দিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখি।

তোমার নিকুঞ্জ-শাখা,
বসন্ত পবন-মাখা ;
প্রাণের কোকিলে, বল, কেমনে ভুলায়ে রাখি ?

নিঠুর সংসার-বনে,
শুষ্ক তৃণ আহরণে
কাটি যাবে দিবা, তাই কাতরে তোমায় ডাকি।

আমার করুণ গানে,
যদি দুঃখ স্মৃতি আনে,
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিও আঁখি।

সিন্ধুকাফি

মিনতি করি তব পায়, তুমি যাও চলি তরী বাহি

আমার কূলে,
এসোনা ভুলে,
বেঁধোনা হেথা তব তরী ;
তুমি ত বেলা হলে
যাবে বন্ধন খুলে ;
তবে কেন আসিছ গান গাহি ?

তব তরণী-তরঙ্গ
করে কত রঙ্গ ;
রাখিতে নারি হৃদি ঢাকি ;
তুমি ত নিবে না মোরে
তোমার তরী পরে ;
তবে কেন মুখপানে চাহি ?

মিশ্র দেশ।

ফিরায়ে দিয়েছ যাবে, সেই তব বিনোদন!
বিরহে খুঁজিছ যারে,—সে স্বপন, সে স্বপন!

যাহার সৌরভে মাতি ফিরিতেছ বনে বনে,
যার লাগি শত কাঁটা বিঁধেছে তব চরণে;
নব প্রেম বিকশিত সে ফুল তোমারই মন

যার লাগি প্রাণপণে সাজায়েছ আপনায়;
যাব লাগি মালা গাঁথা, চিনিলে না তারে হায়!
ভিখারীর লাগি তুমি রচিয়াছ সিংহাসন!

———.

মিশ্র দেশ।

সখা, দিওনা, দিওনা মোরে এত ভালবাসা ;
জগতে তা হলে মোর রবে না কিছুরই আশা।

তুমি দিলে সারা মন,
কি করিব আরাধন ?
আসিয়ে তোমার দ্বারে পাব কি শুধু নিরাশা ?

প্রতিদিন ফুল তুলে
যাইব তোমার কূলে ;
সে দিনের মত শুধু মিটায়ো প্রেম-পিয়াসা।

লয়ে কোটী কোটী কাণ,
যাব শুনিবারে গান ;
সরমে কহিও মোরে একটি মরম ভাষা।

আমার জীবন-নদী,
এত প্রেম পায় যদি,
ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাবে মোর স্বপনের বাসা।

কাফি।

করুণ স্বরে ও কি গান গাও ?
বিষাদিনি ওগো, তুমি মিছে তারে চাও

তুমি যারে চাও মনে,
সে ত নাহি এ ভুবনে;
প্রেমের ভূষণে তারে মিছে সাজাও।
আশার ছলনে তুমি কেন দুঃখ পাও,
বিষাদিনি, কেন দুঃখ পাও ?

এসেছ যাহার কাছে,
সে ত ভিখারী নিজে ;
ওগো ভিখারিণি, তুমি ঘরে ফিরে যাও ;
আপন বসনে তব নয়ন মুছাও ;
ভিখারিণি, নয়ন মুছাও।

ভৈরবী।

ওহে হৃদি-মন্দির-বাসি! আজি লও গো বিদায়,
যদি দীর্ঘ-সহবাসে,
চঞ্চল হৃদি-পাশে
মম প্রেম-কুঞ্জ-সঞ্চিত ফুল-ডালা ম্লান হয়ে যায়;
—আজি লও গো বিদায়।

তোমার নয়নে তিলেকও যদি হই পুরাতন;
আহা, এমন সুধা-সিন্ধু,
যদি কমে যায় এক বিন্দু,
—তোমার আনন-ইন্দু নিতি দরশে, নিতি পরশে;
—আজি লও গো বিদায়।

আমি তিক্ত বিরহ করিব পান আকুল মিলন-তিয়াষে;
যদি সুখ-পীযুষ করি পান,
হয় সুখ-পিপাসা অবসান;
যদি দেবতারে করি অপমান মনোমন্দিরে,
—আজি লও গো বিদায়।

———

বেহাগ।

আমি অলকে পরিতে পড়ে গেল মালা
তার পায়, ওগো, তার পায়।
আমি খেলিতে খেলিতে ভুলে গেনু খেলা ;
একি দায়, ওগো, একি দায়!

আমি পুকুর ভাবিয়া দেছিনু সাঁতার ;
বুঝি নাই, ওগো, বুঝি নাই ;
শেষে দেখি এ যে অকূল-পাথার
যত যাই, ওগো, যত যাই।

আমি যত করি দান, ততবার বলে,
"আরো চাই, ওগো, আরো চাই,"
শেষে আমার কুটীরে আমার লাগিয়া
নাহি ঠাঁই, ওগো, নাহি ঠাঁই।

পিলু ও খাম্বাজ—মিশ্র

বঁধূ! ধর, ধর মালা, পর গলে,
ফিরে দিও না বন-কুসুম বলে!

কাঁটার ঘায়ে রাঙ্গা হাতে,
ফুল তুলেছি আঁধারে দুঃখ-রাতে;
তাহে গেঁথেছি বিজনে আঁখি-জলে

প্রেমের কূলে ছিনু একা,
আজি তোমারে একেলা পেনু দেখা;
ঘর ভুলিনু তব বেণুর বোলে

যদি না মালা শোভে গলে,
তারে দিও ঠাঁই তব পদতলে;
তোমায় ধরিব হৃদয়-শতদলে

সাবঙ্গ।

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া।
এসেছ কি হেথা তুমি পথ তব ভুলিয়া?

তোমার লাগিয়া আজ,
পরিনি মিলন-সাজ ;
বিরহ-শয়নে ছিনু আঁখি ছলছলিয়া ;
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া!

ধরিব তোমার কর,
দাঁড়াও, পথিকবর!
গেঁথেনি কুসুম-মালা তুলি প্রেম কলিয়া ;
না হইতে মালা গাঁথা যেওনাক চলিয়া!

গুজরাটী খাম্বাজ।

তুমি মধুর অঙ্গে, নাচগো রঙ্গে, নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে,
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি !
প্রেম-অধীরা,
কণ্ঠ-মদিরা,
পরাণ-পাত্রে এ মধুরাত্রে ঢাল গো !
নয়নে, চরণে, বসনে, ভূষণে গাহ গো,
মোহন রাগ-রাগিনী !
ওগো, নব-অনুরাগিনি !

মম শোণিত স্রোতে বহিবে গান,
লহরে লহরে উঠিবে তান ;
শিহরি উঠিবে অবশ প্রাণ ;
—রিণি রিণি রিণি রিণিনি !

শুনি তব পদ গুঞ্জন, জগত-শ্রবন রঞ্জন,
আপন হরষে,
আপন পরশে,
তব চরণ-মন্ত্র পরাণ-যন্ত্রে বাজিবে ;
সুখ-স্মৃতিগুলি আমারে ঘিরিয়া নাচিবে,
রিণিকি রিণিকি রিণি রিণি !
ওগো, পরাণ-বিলাসিনি।

টৌড়ি।

আমি বসে আছি তব দ্বারে ;
কত যে ডাকি বারে বারে !

দেখ, বিরহী বিহগ করুণ গাইল,
কুসুমে সাজি অরুণ আইল ;
—দুয়ার খোল, লহ আমারে !

এসেছি হেথা অনেক ঘুরে,
যাইতে হবে অনেক দূরে ;
পথের অতিথি চাহে তোমারে !

এসেছি হেথা তোমার তরে,
চরণে বেদনা, কুসুম করে ;
এ বন-মালা দিব কাহারে ?

লগ্নী।

কে গো গাহিলে পথে 'এস পথে' বলিয়া,
দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া ?

বিজন বরষা রাত,
এ কি ছলনা, নাথ !
আঁধারে মিলালে তুমি বারেক উজলিয়া !

ঝড়ের বাতাসে আর
রুধিতে পারি না দ্বার ;
পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেম-ফুলহার !

শ্রবণে মিলাল গান,
হৃদয়ে রহিল তান ;
তোমার লাগিয়া আঁখি উঠিছে উথলিয়া !

সিন্ধু কাফি।

হে পান্থ, বারেক ফিরে চাও মম মুখপানে।
—মনে হয়, চলিয়াছ আমারই সন্ধানে।

আমিও যে বসে আছি সে পথিক লাগি,
যারে লয়ে হব আমি সরব-তেয়াগী ;
হে তৃষ্ণ, হে শ্রান্ত, তুমি কেন গেলে চলে ?
দেখনি কি ভরা কুম্ভ মম তরুতলে ?
হেন অন্যমনা তুমি কাহার ধেয়ানে ?

তোমার দু'হাতে মম হাতখানি তোল,
দেখ ত হৃদয়ে তব দেয় কি না দোল !
মম সুধাপাত্র খানি উঠাও অধরে,
দেখ ত প্রেমের ক্ষুধা হরে কি না হরে ;
তারপর যেয়ো চলে যদি মন মানে।

মিশ্র কাওয়ালী।

মন হরে কে পালাল গো?
—তারে ধর!

যখন আছিনু ঘুমে,
নীরবে নয়ন চুমে,
পরাইয়া গেল সে গোপনে
আপন কণ্ঠমাল গো!
—তারে ধর!

না জানি কেমন ভোলা
দেখেনি দুয়ার খোলা,
সিঁধ কাটি পশি গৃহে
মোর নয়ন বাঁধিল গো!

বুঝি এসেছিল, হায়,
মোর নয়ন-দুলাল গো!
—তারে ধর!

———

কীর্ত্তন।

মম মনের বিজনে আমি মিলিব তব সনে ;
জাগরণে যদি পথ নাহি পাও (তুমি) আসিও স্বপনে !

আমি যাব না, তব কুঞ্জ-কুটীরে যাব না ;
আমি চাব না, তব সাধের মালাটী চাব না ;
আমি কব না, তোমারে মনের কথাটী কব না,
মনোব্যথা রবে মনে ।

এ দুঃখ পাথারে সুখের ভেলায় ভাসিও ;
এ ভবের মেলায় প্রমোদ-খেলায় হাসিও ;
কণ্টক যদি চরণে লাগে, আসিও,
আমি তুলিব সযতনে ।

বেহাগ।

এস হে, এস হে ভারতভূষণ, মোদের প্রবাস-ভবনে ;
আমরা বাঙ্গালী মিলিয়াছি আজ পূজিতে বঙ্গ-রতনে।

লহ আমাদের হরষ-ভার ;
পর আমাদের প্রীতির হার ;
হৃদয়ের থালা ভরিয়া এনেছি
ভক্তি-পুষ্প-চন্দনে।

তোমার গৌরব, তোমার মান,
তোমার সুকৃতি, তোমার জ্ঞান,
তোমার বিনয়, প্রেম মহান্
ঘোষিছে ভারত বন্দনে।

ঈশপদে করি মিনতি আজ,
কর, কর তুমি দেশের কাজ ;
দেশের দৈন্য, দেশের লাজ
ঘুচাও দীর্ঘজীবনে

ভৈরবী

ওগো, সুখ নাহি চাই ;
তোমার পরাণ পাশে দিও মোরে ঠাই।

তুমি যদি থাক সুখে
আমারে রাখিও সুখে ;
তুমি যদি পাও দুঃখ
যেন দুখ পাই।

নাহি বুঝি কান্না-হাসি,
দারিদ্র্য-সম্পদরাশি ;
তোমা ছাড়া সুখ দুঃখ
সকলই বালাই।

———

ভৈরবী।

বল সখী, মোরে বল, বল,
কেন গো নয়ন ছল-ছল ?

এমন প্রাতে ধরি দু'হাতে,
চেয়েছে কি কেহ ঢল-ঢল ?

কাহারো বাঁশী মোহন-ভাষী,
ডেকেছে কি "বঁধু চল, চল"?

তোমার মালে পরিয়ে গলে
চলে গেছে কি হাসিয়ে খল-খল ?

ভাঙ্গিব বাঁশী, সর্ব্ব-নাশী :
চল ফিরে, ঘরে চল, চল ॥

কালাংড়া।

বঁধু, ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে ভুলিতে পারে না আঁখি ;
বহুদিন হতে যেন জানা শোনা, দেখা শুধু ছিল বাকি।

আমি খুঁজিয়াছি সব ধরা,
তবু তোমার পাইনি সাড়া ;
হায়, অন্তরে মোর আছিলে লুকায়ে
নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি !

যত আধ-গাঁথা যুঁই-বেলি,
সরমে দিয়েছি ফেলি,
সে ফুল তোমার মালায় মালায়
কণ্ঠে রয়েছে ঢাকি !

খাম্বাজ।

বল গো স্বজনি, কেমনে ভুলিব তোমায় ?
যতন যাতনা বাড়ায়।

যদিও যাতনা সহি,
নয়ন ফিরায়ে লহি,
প্রাণ তবু পড়ে থাকে পায়।

না জানি কি আছে মধু
তোমার পরাণে বঁধু,
প্রাণ সদা তোমা পানে ধায় !

বেহাগ-খাম্বাজ।

আমি তাই ছাড়িতে সদা ভয় পাই ;
তুমি থাকিলে কাছে লোক-লাজ নাই।

যখন তোমারে দেখি,
আপনারে ভুলে থাকি ;
নয়ন মুদিলে পাছে তোমারে হারাই।

তুমি যবে যাও ছাড়ি,
আপনারি ভয়ে মরি,
তোমা বিনা এ জগতে সকলি বালাই।

দেশ (ঘন-ঘটাব স্থব)।

ভুল না জীবনমণি, ভুল না আমায় ;
আমি ধূলিকণা হয়ে রব তব পায়।
নিঠুর প্রাণে মোরে দিও না বিদায়।

এনেছি অধর ভরি শত শত চুম্বন ;
এনেছি হৃদয় ভরি শত শত কম্পন ;
রচেছি তোমার লাগি শত শত বন্ধন ;
আমি অন্ধ তোমার তৃষায়।

সুখ-প্রভাতে মোরে করিও না সাথী ;
রাখিও সাথে শুধু দুঃখের রাতি ;
জীবন শশীর তুমি তপন-ভাতি ;
আমি সুন্দর তোমার বিভায়।

কেন দেখা দিলে যদি দেখা নাহি দিবে আর ?
কেন গো জাগালে প্রেম পরাণে আমার ?

পশিয়া এ অন্তরের অন্তঃপুরে
কেন গো ডাকিলে মোরে মোহন সুরে ?
চলিয়া যাইবে যদি ফেলিয়া দূরে,
কেন গো ভাঙ্গিলে তবে সরম আমার

তোমার দেশের আমি নাহি জানি পথ ;
কোথা গেলে, হায় মম পুরে মনোরথ ;
পরাইয়া ফুলদল আমার কেশে,
চাহিয়া আমার প্রাণে মধুর হেসে,
করিয়াছ বিদেশিনী আপন দেশে ;
কেমনে হইব পার এ বিরহ অপার ?

———

যাও, যাও, জানাতে এসো না ভালবাসা ;
চাহি না বরষ পরে বারেক আসা।

প্রভাতে মালতী-যুথী-করবী,
অলিকুল-গুঞ্জনে গরবী ;
আমা হতে সুন্দরী, সুরভি,
যাও তার সনে কর খেলা-হাসা ;
যাও, যাও, জানাতে এসো না ভালবাসা।

নিশীথে কলঙ্কিনী আকাশে,
আমা হতে উজ্জ্বল বিকাশে ;
যাও তুমি সে রূপসী সকাশে
মিটাও তোমার রূপ-আশা ;
যাও, যাও, জানাতে এসো না ভালবাসা

কোকিলের মত কণ্ঠ নাহি,
যে মোহন সুরে আমি তোমারে চাহি ;
আমি কি পারি তুষিতে তোমারে গাহি,
নিতি নিতি নব নব ভাষা !
যাও, যাও, জানাতে এসো না ভালবাসা।

———

কীর্ত্তনের সুর।

আমি কি দেখিব তোমায় হে!
তোমার সকলই সুন্দর হে—অতি সুন্দর!
তব চরণ সুন্দর, বরণ সুন্দর, সুন্দর তব নয়ন;
তুমি দাঁড়ায়ে সুন্দর, বসিয়া সুন্দর, সুন্দর তব শয়ন;
তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর, সুন্দর তব আলস;
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর, সুন্দর হাসি-বিকাশ;
তব রচন সুন্দর, বচন সুন্দর, সুন্দর তব গীতি;
তব মরম সুন্দর, সরম সুন্দর, সুন্দর তব ভীতি!

আমি কত দেখিব তোমায় হে!
তুমি সকল সময়ে মধুর—অতি মধুর!
তুমি দিবসে মধুর, নিশীথে মধুব, মধুর তুমি স্বপনে;
তুমি স্বজনে মধুর, বিজনে মধুর, মধুর তুমি গোপনে;
তুমি বিপদে মধুর, বিষাদে মধুর, মধুর যবে ভরসা;
তুমি শরতে মধুর, হরষে মধুর, মধুর যবে বরষা;
তুমি সোহাগে মধুর, কলহে মধুর, মধুর যবে অভিমান;
তুমি মিলনে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙ্গাপ্রাণ!

তুমি মধুর হে যবে আমায় ভালবাস, মধুর যবে বাস অন্যে;
তুমি মধুর যবে বস কনক আসনে, আমার কাটে দিন দৈন্যে!

সিন্ধু।

তোমার নয়ন-পাতে ঘুচিয়া গিয়াছে নিশা ;
জীবন বিজনে তাই আজি পাইয়াছি দিশা।

তোমার অন্তর মাঝে,
না জানি কি মধু আছে;
চারিদিকে মরুভূমি, তবুও নাহিক তৃষা

মথিয়া আশার জল,
উঠেছে যে হলাহল,
আজি সেই তিক্ত বিষ মধুর পীযূষে মিশা।

———

কীর্ত্তনের সুর।

তাই ভাল, দেবি, স্বপনেই তুমি এসো ;
যদি না বসিবে জীবন-আসনে, পরাণ-আসনে বসো।

জটিল, পঙ্কিল জগতের পথে,
কেমনে আসিবে নন্দন-রথে ?
স্বরগ হইতে স্বপনের পথে অলখিতে তুমি এসো

যে দুদিন তুমি ছিলে দেহপুরে,
নিকটে থেকেও ছিলে বহুদূরে ;
আজি দু'জনার কত ব্যবধান তবু দূর নাহি লেশ।

মরতের গেহ, মরতের স্নেহ,
চঞ্চল অতি, অতি পরিমেয় ;
যে ভালবাসা বাসে নাই কেহ, সেই ভালবাসা বেসো।

ভবের বন্ধনে পড়িলে না বাঁধা,
তাই না জানিলে বৃথা হাসা-কাঁদা ;
স্বপনবাসিনি, ওগো সুহাসিনি, ঐ হাসি তুমি হেসো

গজল।

রাতারাতি কর্‌ল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা ?
রাঙ্গা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙ্গিনাতে আঁকা !
তোলা ফুলের খালি বোঁটায় ছোঁয়াব গন্ধ মাখা !

ভেবেছিলাম ভোরে উঠে ভর্‌ব ফুল-ডালা,
কারও পায়ে দিব অর্ঘ্য, কারও গলায় মালা ;
কোথা হতে এল রে চোর সকল চোরের আলা !

ছেঁড়া পাপ্‌ড়ি ধরে ধরে গেলাম বহুদূরে,
পথের মাঝে পথ হারিয়ে ঘরে এলাম ঘুরে ;
কে জানে রে সে অজানা কোন্ অজানা পুরে ?

দেখেছ কি সে চোরারে, শুধাই সবারে ;—
কেউ বা বলে খোঁজ তারে বনের মাঝারে ;
কেউ বা বলে পাবে তারে নদীর ওপারে।

চাইত যদি দো'রে এসে আমার কুসুমগুলি,
উজার করে দিতাম তারে আপন হাতে তুলি !
পারত কি চলে যেতে, আমায় যেতে ভুলি ?

———

ভৈরবী।

নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লাজে হইনু সারা ;
মোর প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ?

যখন কথাটি কহিতে, শুনেও শুনিনি কানে ;
যখন গানটি গাহিতে, চাহিনি তোমার পানে ;
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নানা ভানে ;
শত যতনের অযতনে পড়িনু কি শেষে ধরা ?

দেখিতাম যবে স্বপনে, সত্য কি তুমি আসিতে ?
আমার নীরব নিশীথে সত্য কি তুমি ভাসিতে ?
আমার প্রভাত-কুসুমে সত্য কি তুমি হাসিতে ?
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হইয়ে নয়ন-তারা ?

চাহি নাই তব দান, দিলেও দিয়েছি ফিরায়ে ;
তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহা, গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে ;
তব মূর্ত্তি করিনি পূজা, স্মৃতিই রয়েছি জড়ায়ে—
কেমনে জানিলে তুমি যে আমার সকল জগত্-জোড়া ?

সিন্ধু কাফি

ওহে সুন্দর! যদি ভাল না বাস তবে যাও,—
যদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিও।
তোমারি নয়ন তরে রহিল অঞ্চল মম, আসিও!

পুষ্পে তোমারে করিব আঘ্রাণ, তারকা-কিরণে হেরিব,
বসন্ত-বাতাসে করিব পরশ, ভ্রমর-গুঞ্জনে শুনিব;
আমি তোমা দিয়ে করি জগত রচনা, তোমাতেই সদা রহিব।

তুমি আমারই প্রেমে হইবে অসীম,
যেথা যেতে চাও যাইও;
যদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিও,
ওহে সুন্দর, আসিও!

ছয় রাগ

ও

ছয় ঋতু।

ভৈরব।

(গ্রীষ্ম)

আদি-রাগ ভৈরব নিদাঘ ঊষাগমে,
বিমল মনে গাহ, জগবাসি।

গগন-ভালে চন্দন, গহনে পিক-বন্দন,
পুষ্পে নব সৌরভ, মধুপ-পিয়াসী!

বিশ্ব হেন কালে ডাকে বিশ্বনাথে;
তাঁহার মহিমা গাহ প্রভাতে;
তাপিত চিত্ত হবে শান্ত তিরপিত,
মুক্ত হবে ভব নিগড়, মুক্তি-অভিলাষি!

———

মেঘ।

(বর্ষা)

প্রবল ঘন মেঘ আজি
নীল ঘন ব্যোম পরে ;
আঁধার ঘন ঘোর
ভানু-চন্দ্র ছায়ি' হে।

বরষিছে মুষলধার,
নাহি বিরাম আর ;
বিশ্বশক্তি রাখ এ
বিপদে বাঁচাই হে।

ত্রস্ত ধরণী পরে
সকলি হে শঙ্কা করে,
পশু-পক্ষী, জল-স্থল,
নদী-নদ, বায় ;
সকলি বিস্মিত, হায়,
ঘন ঘোর বরষায় ;
জগপতি, চরণে রাখ
শান্তি বিছায়ি' হে

———

পঞ্চম।

(শরৎ)

গায় পঞ্চম রাগ মুক্ত গগণ, মুগ্ধ ভুবন,
সবে শারদ সঙ্গীত গাহে ;
প্রভাত নিরমল, পুষ্পিত পরিমল,
নিশীথিনী উজল নয়নে চাহে !

নটনারায়ণ।

(হেমন্ত)

উজ্জ্বল সমর-বেশে এস, নটনারায়ণ!
হেরি তোমার মুরতি, বিপদ-দুঃখ-বারণ।

এস সমর-সাজে, এ ভুবন মাঝে,
শকতি দেহ দেহে, অন্তরে অভয় আন।

হেম-কান্তি ধরি এস হেমন্তের কালে,
বাজুক ডমরু-ভেরী উদ্দাম তালে;

তুরঙ্গ-বাহন পরে খর তূণ ভরি শরে,
ভুবন-বিজয়ী, এস, এস দানব-ত্রাসন!

শ্রী।

(শীত)

আইল শীত ঋতু হেমন্তের পরে,
শীতল ধরণী এবে চাহে দিবাকরে।

কুন্দ-শেফালিকা ফুলে
নীহারবিন্দু উছলে ;
কুসুমকানন-মূলে,
শ্রীরাগ বিহার করে ;

রাগিণী নবরঙ্গিনী,
শ্রীরাগ-অনুসঙ্গিনী,
নাচিছে লাস-ভঙ্গিনী,
গাহিছে মোহন স্বরে।

বসন্ত।

(বসন্ত)

নবরূপ হেরি আজি বিশ্ব বিমোহিত,
তরু নব পত্র ফুলে পুষ্পে বিশোভিত।

কুহরিছে পিককুল, মুকুলে নীপ আকুল,
নন্দিত জীবকুল হরষেতে ব্যাকুল।

সুরভি-অনিলে আজ মৃদুল পরশ,
হের বসন্ত পীতবসন-পরিহিত।

বিবিধ ।

বেহাগ।

আপন কাজে অচল হলে
চল্‌বে না রে চল্‌বে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টল্‌বে না রে টল্‌বে না।

হল্‌ যদি তোর না হয় সচল,
বিফল হবে জলদ জল;
উষর ভূমে সোনার ফসল,
ফল্‌বে না রে ফল্‌বে না।

সবাই আগে যায় রে চলে;
বসে আছিস তুই কি বলে?
নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে,
তরী তোর চল্‌বে না রে চল্‌বে না।

তীরের বাঁধন দে রে খুলি,
চলে যা তুই পালটি তুলি;
দিক্‌ যদি তুই না যাস্‌ ভুলি,
তরী তোর তল্‌বে না রে তল্‌বে না।

বাউল।

নীচুর কাছে হতে নীচু শিখ্‌লি না রে মন!
সুখী জনের করিস্ পূজা, দুঃখীর অযতন! (মূঢ় মন!)

লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন! (মূঢ় মন!)

প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন;
এই ধনেতে ধনী যে জন সেই ত মহাজন! (মূঢ় মন!)

বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন।
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ! (মূঢ় মন!)

মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভুলে সরল সত্য;
—সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ! (মূঢ় মন!)

ইমন কল্যাণ।

নমো বাণি, বীণাপাণি, জগত-চিত্ত-সম্মোহিনি !
নমো বাদ-সঙ্গীত-মাতঃ, ভারতি, ভবতারিণি!

সৌরলোক গীত-চালিত, দ্যুলোক-ভূলোক গীত-মুখরিত ;
ষড়ঋতু ষড়রাগরঞ্জিত—বন্দে চরণে বন্দিনী।

সুপ্তস্মৃতি পুনঃ জীবিত, শান্ত-তৃপ্ত তাপিত চিত,
সুখীজন সদানন্দিত—তব সঙ্গীত-ছন্দে।

প্রেমমুখর মুরলী-রন্ধ্র, সমরে ডমরু মরণমন্দ্র,
গীত আদি-বেদ-মন্ত্র—তব সঙ্গীত-ছন্দে ;
নমো ঈশ্বরনন্দিনি !

মিশ্র কানাড়া।

এ আঁধারে কেন আসে, কেন হাসে, কেন মিশে যায় বিজলী ?
জনমের সুখ, জনমের দুঃখ—মরুমায়া কি গো সকলি ?

হেথা যত চাই তত পাই না ;
যত পাই তত চাহি না ;
যত জানি তত জানি না ;
অন্ধ নয়ন,—তবু দেখিবার আকুল পিয়াসা কেবলই।

যাহারে বলি মোরা ভালবাসা,
—আপন পূজা, নিজ সুখের আশা।
প্রাণের শোণিতে পালন করি, হায়,
দুদিনে আশাগুলি কোথা যে উড়ে যায়,
নীরব সাগরে, নীরব শৈলশিরে
প্রাণ-পাখী কাঁদে,—"কোথায় গেলি ?"

———

মিশ্র খাম্বাজ।

যাহারে দেখ্‌তে নারি, তারেই আমি চাই গো,
যাহারে ধর্‌তে চাহি, তারেই নাহি পাই গো!

খেলি এ মাটির খেলা,
হরষে গেল বেলা,
নয়নে বারি তবু—কি যেন কি নাই গো!

গোপনে চিত্তে বসি
কে যেন বাজায় বাঁশী;
মনে হয় আমার 'কালা', আমি তাহার 'রাই' গো!

বুঝি সে আঁধার রাতে
সহসা ধর্‌বে হাতে;
তাই আমি মালা হাতে আঁধার পানে ধাই গো!

———

রামায়ণী।

যতই গড়ি সাধের তরা, যতই করি আশা,
এক তুফানে ডুবায় তারে, এমন সর্ব্বনাশা,
সে এমন সর্ব্বনাশা!

আবার যখন আঁধার রাতে কূলের পাইনা দিশা,
হালটি আমার লয় গো কেড়ে, এমন ভালবাসা,
তার এমন ভালবাসা!

সাগর মাঝে প্রলয় নাচে হুহুঙ্কারে ধায়;
অন্তরের অগ্নি ক্রোধে বিশ্বেরে নাচায়,
সে বিশ্বেরে নাচায়!

আবার, ভোরের পূবে নিশির নভে এমন চাওয়া চায়!
তরুর ডালে শিশুর গলে এমন গাওয়া গায়,
সে এমন গাওয়া গায়!

কখন কাঁদায়, কখন হাসায়, কখন যেগো মারে;
এই পাগলের লীলা বল বুঝতে কেবা পারে!
তারে বুঝতে কেবা পারে?

যখন থাকি ঘুমের ঘোরে (আমার) সকল বিভব হরে;
তবু আমার পরাণ পাগল ঐ পাগলের তরে,
হায়, ঐ পাগলের তরে!

হোলি।

এস দুজনে খেলি হোলি, হে মোর কালো !

এসেছি আঁধারে
খুঁজিতে তোমারে
নিভায়ে ঘরের আলো !
মোহন মুরলী তব,
হে মম মাধব,
শুন, আঁধারে বাজে ভাল।

সব নিলে কাড়ি,
নিঠুর বিহারী !
কাটিয়ে সরম-জাল ;
লাজ পরিহরি,
এসেছি হে হরি,
আজি আবিরে ভরি গাল।

হে মোর নিয়তি,
শ্যাম-মূরতি,
খেল নিঠুর খেলা খেল ;
আজি প্রেমতীরে
হৃদয় রুধিরে
এস, তোমারে করি লাল।

কালাংড়া।

বলে দে, ওরে নিঠুর মনের মালী!
কেন তুই কাঁটা বনে ফুল ফোটালি?

এ ফুলে হয় না মালা,
এ ফুলে ভরে ডালা;
মিছে তুই কাঁটার ঘায়ে হাত রাঙালি!
মিছে তুই বঁধুর আশে দিন নোয়ালি।

ভবের এ ফুলের মেলায়,
গেল দিন অবহেলায়;
মিছে তুই প্রেমের পাতে ফুল কুড়ালি।

লয়ে তোর ভরা সাজি,
ফিরে যা ঘরে আজি,
কেন তুই এমন ভুলে মন ভুলালি?
ডালি আজ কাহার পায়ে কর্‌বে খালি?

ভৈরবী।

সবারে বাস্ রে ভাল ;
নইলে মনের কাল ঘুচ্‌বে না রে।
আছে তোর যাহা ভাল,
ফুলের মত দে সবারে।

করি তুই আপন আপন,
হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।

যারে তুই ভাবিস্ ফণী,
তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী
—ভবের বনে ভয় বা কারে।

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে ;
রাখ্‌বি কারে কারে ফেলে ?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে !

বাউল।

ভালবাসা কত পাবি আর, হারে খ্যাপা !
যেখানে তুই থাক্ রে ভোলা, পরিস্ গলে হার, রে খ্যাপা !

শূন্য যে তোর পর্ণ-গেহ, (হারে কাঙাল, হারে কাঙাল !)
তবু পাস্ তুই পরম স্নেহ ;
হা অভাগা, কি দিবি তুই তাদের উপহার, রে খ্যাপা !

যখন যাস্ তুই ফুলের পাশে, (ওরে খ্যাপা !)
ওরে, তারাও তোরে ভালবাসে,
আকাশ ভরে তারা হাসে, তোর ঘুচায় দুঃখ-ভার, রে খ্যাপা !

যারা এত দিচ্ছে তোরে, (হারে কাঙাল, হারে কাঙাল !)
বসা, ছিন্ন প্রাণের পরে ;
আর কিছু তোর নাই রে কাঙাল, তুই খুলে দে দুয়ার, রে খ্যাপা !

কতদিন বা রইবি ভবে, (হারে ভোলা !)
এত ঋণ তুই শুধ্‌বি কবে ?
তোর দিনে দিনে বাড়ছে বেলা, বাড়ছে প্রেমের ধার, রে খ্যাপা !

পারের কড়ি চাইবে যবে, (হারে কাঙাল, হারে কাঙাল !)
পরের কড়ি দিস্ রে তবে ;
হ'স্ রে পরের দেওয়া ধনে বৈতরণী পার, রে খ্যাপা !

ভৈরবী।

পাগলা! মনটারে তুই বাঁধ!
কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস্ প্রাণে ফাঁদ?

শীতল বায়ে আস্‌লে নিশি,
তুই কেনরে হোস্ উদাসী?
(ওরে) নীলাকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ!

শৈলশিরে সোণার খেলা,
দেখিস্ যবে প্রভাতবেলা,
তুই কেন রে হোস্ উতলা, দেখে মোহন ছাঁদ।

করুণসুরে গাইলে পাখী,
তোর কেন রে ঝরে আঁখি?
কবে তুই মুছ্‌বি নয়ন, ঘুচ্‌বে মনের ধাঁধ?

সংসারেতে উঠ্‌লে হাসি,
তুই শুনিস্‌রে ব্রজের বাঁশী!
(ওরে) ভাবিস্ কিরে সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ?

কতই পেলি ভালবাসা,
তবু না তোর মেটে আশা!
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কাঁদ্!

পিলু বারোঁয়া।

হৃদে জাগে শুধু বিষাদ-রাগিণী!
কেমনে গাহিব হরষ-গান?
—আমায় বলোনা, বলোনা গাহিতে গান!

সংসারের মহোৎসবে কভু এই ক্ষীণ কণ্ঠ
আপন উল্লাসে গাহিত গান;
এবে নয়নে অশ্রু লয়ে হাসির ভান!
কেমনে গাহিব হরষ-গান?
—আমায় বলোনা, বলোনা গাহিতে গান!

বেহাগ।

এত হাসি আছে জগতে তোমার—বঞ্চিলে শুধু মোরে!
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

হাসিব, হাসাব—এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান;
সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত, কাঁদালেম কত প্রাণ;
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা—দিলি ফাঁসি সেই ডোরে!
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

আমিও ত কত সুখের আশায় আশাব ভেলায় ভেসেছি;
আমিও ত কত সেই বাঁশী শুনি যমুনার কূলে এসেছি;
কোথা শ্যাম রায়, যার লাগি হায় রহিতে নারিনু ঘরে?
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

বুঝেছি তোমার মধুর মুরলী বাজিবে না মোর তরে;
এস, ঘনশ্যাম, তোমার রুদ্র দণ্ড লইয়া করে;
লয়ে যাও মোরে, হে চিরবিরাম, তোমার রথের 'পরে!
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

মিশ্র খাম্বাজ।

থাকিস্‌নে বসে তোরা সুদিন আস্‌বে বলে ;
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে !

সুখের ছদ্মবেশে,
আসে দুঃখ হেসে হেসে,
জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আঁখিজলে !

যেথা আজ শুষ্ক মরু,
যেথা নাই ছায়া তরু,
হয়ত তোদের নয়নজলে ভর্‌বে ফুলে ফলে !

জীবনের সন্ধিপথে,
খুঁজে পথ হবে নিতে ;
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবে না বলে !

ভাঙ্গিলে বালির আবাস,
বিষাদে হ'স্‌নে হতাশ,
আছে ঠাঁই, বলে বাতুল, বাতুল চরণতলে !

———

বাউল।

তোরা জাগাস্ না লো পাগলারে!
সে যে পড়ে আছে, থাক্ পড়ে পথের ধারে!

ও সে সুদূর গানে, বধুর পানে ছুটেছিল আঁধারে;
মানেনি জোয়ার-ভাটা বনের কাঁটা সঙ্গীবিহীন সংসারে!

সে মোহন পাখী দেছে ফাঁকি কাটাবনের মাঝারে;
তাই সে লোহিত গায়ে ক্লান্ত কায়ে চাহে যেন কাহারে!

ঘুমে আছে ভাল, জাগাস্ না লো, গাওয়াস্ না লো তাহারে;
তার গোপন কথা প্রাণের ব্যথা করুণ গানে গাঁথা বে!

আজ তার নাইক কড়ি, নাইক তরী, ডাক শুনেছে ওপারে;
চায় সে হইতে পার আকুল পাথার বক্ষ-ভাঙ্গা সাঁতারে!

ওলো এমন ভোলায় কাজ কি তোলায়, থাক্ শুয়ে ধূলি প'রে;
কহি সুখের ভাষা দিস্‌নে আশা এমন সর্ব্বনাশারে!

———

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল।

মিলন-সভা মাতাও আনন্দ-গানে;
বাঁধ আজি প্রেম-ডোর প্রাণে প্রাণে

শোভন-শুভ-উৎসবে,
বৈরী আজি বন্ধু হবে;
চাহে চিত সর্ব্বহিত সুখ পানে।

সকলে ধরি হাতে হাতে,
চলহে আগে, চলহে সাথে,
গাহ শত কণ্ঠ মিলি একতানে।

বন্দি যাচে বন্ধুজনে,
যুবকজন সম্মিলনে;
ওহে ঈশ, আশীষ করুণা-দানে।

বেহাগ।

বঁধুয়া, নিঁদ্ নাহি আঁখি-পাতে!
আমিও একাকী, তুমিও একাকী, আজি এ বাদল-রাতে!

ডাকিছে দাদুরী মিলন-তিয়াসে,
ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে;
পল্লীর বধু বিরহী বঁধূরে,
মধুর মিলনে সম্ভাষে;
আমারো যে সাধ বরষার রাত কাটাই নাথের সাথে!
—নিঁদ্ নাহি আঁখি-পাতে!

গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া;
এস হে আমার বাদলের বঁধু, চাতকিনী আছে চাহিয়া!
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া,
স্বজনী তোমার জাগিয়া!
কোন্ অভিমানে, হে নিঠুর নাথ,
এখনও আমারে ত্যাগিয়া?
এ জীবন-ভার হয়েছে অবহ, সঁপিব তোমার হাতে!
—নিঁদ্ নাহি আঁখি-পাতে!

খাম্বাজ

কেন যে গাহিতে বলে, জানে না, জানে না তারা ;
সে স্থরে গাহিতে চাহি আমি যে সে স্থরহারা!

যে স্থরে শিশুরা হাসে, যে স্থরে ফুল বিকাশে,
যে স্থরে প্রভাতে পাখী বরষে অমৃত-ধারা !

যে স্থরে নাচে পতঙ্গ, যে স্থরে নাচে তরঙ্গ,
যে স্থরে নাচে গগনে, ঘুরে ঘুরে শশীতারা !

সংসারের পোষা পাখী, জীবন-পিঞ্জরে থাকি,
শিখেছি শেখান কথা, তাই গেয়ে হই সারা।

যে কাননে মোর বাসা, ভুলে গেছি তার ভাষা,
শেখা কাঁদা, শেখা হাঁসা, জানিনে গো তাহা ছাড়া !

কানাড়া।

এস হে, এস হে প্রাণে, প্রাণসখা!
আঁখি তৃষিত অতি, আঁখিরঞ্জন,
আঁখি ভরিয়া মোরে দেহ দেখা!

খুলিয়া প্রাণের আধ লাজ-বসন,
জীবন-মন্দিরে পেতেছি আসন;
বস হে বিরহ-ক্লেশ-নাশন,
কণ্ঠে লহ মম মালিকা।

উন্মাদ এ তরঙ্গ;
উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ!
ঘোর তিমির ঘেরি দশ দিক্;
এস হে নবীন নাবিক!
জীবন-তরী মাঝে নাহিক কাণ্ডারী;
প্রেম-পারাবারে আমি একা!

সিন্ধু।

আপনার হিত ভেবে ভেবে দিন কাটালি, মূঢ়মতি;
তোর নিয়মে বাঁধা কি রে জগবন্ধু জগপতি?

নিজের ভাবনা ভাব্‌লি যত,
ভাবনার ভার বাড়্‌ল তত;
ভাঙ্গল আশা শত শত,
তবু আশার নাই বিরতি!

সাগর সাজায় শৈলের শির,
শৈল দেয় নিজ বুকের নীর;
শিষ্য হয়ে প্রকৃতির,
শেখ্‌ রে পরের অনুগতি।

বসে আপন বদ্ধ ঘরে,
কাঁদ্‌লি কত নিজের তরে;
দুফোঁটা জল দে রে পরে,
যারা দীন দুঃখী অতি।

থাক্‌বি যদি নিজের কাজে,
কেন এলি সবার মাঝে?
আয় রে সেজে দাসের সাজে,
সবার পায়ে কর প্রণতি!

গুজরাটী খাম্বাজ।

আজি হরষ সরসি কি জোয়ারা!
প্রাণমে ন মিলত কূল কিনারা!

গাও, গাও সখী, গৌরব গীত,
লীলা চপল রাগ ললিত ললিত,
কোকিল পঞ্চম করুণ কানাড়া,
গাও, গাও মৃদু মধুর মল্লারা!

দোলত দিবাকর দিবস-মোহন;
কোকিল কূজত কুহু-কুহু-কুহু;
চাঁদিয়া-রঞ্জিত রজত-রজনী;
দূরে চমকত পুলকিত তারা।

কীর্ত্তনের সুর।

সবাই কত নূতন কথা কয়,
আমার পুরাণ কথা এখনো তো বলা হল না।
সবাই করে নূতন পরিচয়,
আমার আপন জনে এখনো তো জানা হল না।

সবাই ঘোরে দেশ-বিদেশে, নূতন তল্লাসে;
আমি আছি ঘরে বসে,—
আমার পুরাণ বঁধু এখনো তো ঘরে এলো না।

সবাই কুড়ায় নূতন কড়ি,
আমি হারাধনের গর্ব্ব করি;
আমার পুরাণ দিনের পুরাণ কথা এখনো তো পুরাণ হল না।

সবার গরব সিংহাসনে,
আমার গরব তপোবনে;
আমার সেই শান্তি-মাখা পুরাতনের কোথায় তুলনা।

সবাই কহে, নূতন সুরে গাও,
নূতন প্রেমের নূতন গান শুনাও;
আমি যে গো কর্‌তে নারি আর মনের সাথে গানের ছলনা!

গাঁথ্‌ব কি আর নূতন গাঁথা;
পরাণে যে পুরাণ ব্যথা!
আমার নিত্য নূতন, সেই পুরাতন, এখনো তো আপন হল না!

হোলি।

মধুকালে এল হোলি—মধুর হোলি!
রঙের খেলা রঙের মেলা যেথা দেখি আঁখি মেলি।

বসন্ত সনে বিবিধ বরণে,
বনে বনে আজি হোলি!
বিহগ-পতঙ্গ, রাঙি নিজ অঙ্গ,
রঙে করে হোলি কেলি!

ফাগ-থালা হাতে, ফাগুন প্রভাতে,
খেলে ভানু ফাগ-খেলা!
ছাড়ি রঙের ঝাড়ি, রঙি শাঁজের সাড়ি,
পালাল কিরণ-মালি!

গ্রহতারাগণে, হানে গগনে,
কিরণের পিচকারী;
দেখ, দোলের শশী, পীতে রঙিল নিশি,
উজল জোছনা ঢালি।

দোলে নানা ছন্দে, রঙীন্ আনন্দে
নন্দদুলালের দোলা
নরনারীকুল, রঙেতে আকুল—
পথে ঘাটে আজি হোলি!

———

কালাংড়া।

আয়, আয়, আমার সাথে ভাস্‌বি কে আয়!
আজ আমার জোড় লেগেছে ভাঙ্গা ভেলায়!

ঐ দেখ চাঁদের আলো, ঐ শোন কল কল,
কেমনে থাক্‌বি বল্‌ শুক্‌নো ডেঙ্গায়?
আয় তোরা কুল কুলানো কূল-ভুলানো এই দরিয়ায়!

নায়ে মোর নাই কিছু নাই তাই সবার লাগি হবে রে ঠাঁই!
ভুলেছি কূলের বালাই, ভেসেছি তাই।
কে তোরা বাঁধা বাটে, কে তোরা বাঁধা ঘাটে,
সুখেতে থাকিস্‌ যদি থাক্‌ তোরা, ভাই;
যার আঁখি ছল-ছল, আয় রে এ নায়।

ঐ দেখ্‌ সুরধুনি, ছোটে কার ডাকটি শুনি;
আমিও ডাক শুনেছি—'আয়, আয়, আয়'!
চল্‌ আজ স্রোতের সনে, ছুটি সেই ডাকের পানে,
যেখানে জীবন মরণ সব ভেসে যায়!
যেখানে যাবে জানা সেই অজানায়!

——

আসোয়ারী।

ওগো দুঃখ-সুখের সাথী, সঙ্গী দিন রাতি, সঙ্গীত মোর !
তুমি ভব-মরু-প্রান্তরমাঝে শীতল শান্তির লোর !

বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু,
তাপিত জনের সুধা-সিন্ধু,
বিরহ-আঁধারে তুমি ইন্দু,
নির্জ্জন-জন-চিত-চোর !

দীন হীন পথচারী,
সম্বল হে তুমি তারি ;
সম্পদে উৎসবে জন-মনোহারী,
সর্ব্বতরে প্রেম-ক্রোড় !

তব পরশ যবে লাগে,
সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে ;
বিস্মৃত কত অনুরাগে,
রাঙে হৃদয় ঘন ঘোর।

যাহা বাক্য কহিতে নাহি জানে,
অন্তরে কহ তাই তানে ;
মুক্ত কর তুমি, ছিন্ন কর গানে,
বন্ধন কঠিন কঠোর !

গীতি-মুখর তরু-ডালে,
তব দূত অমৃত ঢালে ;
পুষ্প দোলে তব তালে,
অম্বরে নাচে চকোর।

ভক্ত-কণ্ঠে তুমি ভক্তি,
বীর-করে নব শক্তি ;
সুর-নর-কিন্নর, বিশ্ব চরাচর,
তব মোহ-মন্ত্র-বিভোর।

সিন্ধু কাফি।

কে যেন আমারে বারে বারে চায় ;
আমি ত চিনিনে তারে, সে চেনে আমায়।

যবে থাকি ঘুম-ঘোরে
কে দোরে আঘাত করে ;
'কে তুমি ?' বলে ডাকিলে,
কে যেন পালায় !

কুসুমের গন্ধে রূপে
সে আসে গো চুপে চুপে ;
মেঘের আড়াল হ'তে
ডাকে, 'আয়, আয়, আয়' !

কত প্রেমে কত গানে,
সে যেন আমারে টানে ;
চলেছি বিরহী তাই—
কে জানে কোথায়

হে মোর অচেনা বঁধু,
লুকায়ে থেকোনা শুধু ;
এস, করি পরিচয়
মালায় মালায় !

——

গজল।

কত গান ত হলো গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে তবে মিছে কেন চাওয়াও ?

যদি যতই মরি ঘুরে,
তুমি ততই রবে দূরে ;
তবে কেন বাঁশী সুরে,
তব তরে শুধু ধাওয়াও ?

যদি সন্ধ্যা হলে বেলা,
নাহি মিলে তব বেলা,
পথভোলা মোর ভেলা,
এ অকূলে কেন বাওয়াও ?

যদি আমার দিবারাতি,
কাটি যাবে বিনা সাথী,
তবে কেন বঁধু লাগি
পথ পানে শুধু চাওয়াও ?

বড় ব্যথা তোমার চাওয়া,
আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া ;
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

আসোয়ারী।

তুমি কবে আসিবে মোর আঙ্গিনায় ?
কত বেলা, কত চামেলি, যায় বৃথা যায় !

প্রেম-নীরে ভরি, আশার কলসী,
কত না যতনে সেচিনু তায়।

ফুলদল আসি কহে পরিহাসি,
কোথায়, তব বঁধু কোথায় ?

নিজ ফুল-সাজে আজি মরি লাজে ;
এ ফুলদায় হতে বাঁচাও আমায় !

নিবে ফুলগুলি নিজ হাতে তুলি,
গাঁথিনি মালিকা, যদি শুকায় !

বাউল-কীর্ত্তন—মিশ্র।

তোর হৃদ্-যমুনা হোল রে উছল, রে ভোলা!
র তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা!

জ তুই ভরা প্রাণে, ছুটে যা নৃত্যে গানে;
াসে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা!

োসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে,
নে সবায় বুকে, তোর থাক্‌না চোখে জল্, রে ভোলা!

দুধা ফুল কুড়িয়ে, চলে যা মন জুড়িয়ে;
মালা তার হলে বিফল, কর্‌বি কি তুই বল্, রে ভোলা!

মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুঃখের কালি;
দুদিনে কান্না-হাসি, ছল্ ছল্ ছল্, রে ভোলা!

জীবনে হাটে আসি, বাজা, তুই বাজা বাঁশী,
থাক্‌না থা বেচা-কেনার দারুণ কোলাহল্, রে ভোলা!

অরূপের রূপের খেলা, চুপ করে তুই দেখ্ দুবেলা;
কাছে তো এলে কুরূপ,—তুই মুখ ফিরিয়ে চল্, রে ভোলা!

———

আসোয়াবী।

আমার আঙ্গিনায় আজি পাখী গাহিল এ দিন !
শুনিনি এমন গাওয়া—হেন মরম-ভেদী ব

যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা,
আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান ?

যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তার কথা ;
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর ডু যান !

বল্ রে অজানা পাখী, তুই তার দূত নাকি ?
এত দিনে ভাঙ্গিল কি তার গভীর অভিমান ?

মোর প্রাণের গানটি শিখি, বনে যা তু বনের পাখী ;
বুঝায়ে কহিস্ তাহারে, আমি তার রাগিয়া ধরি প্রাণ।